প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রাসঙ্গিকী

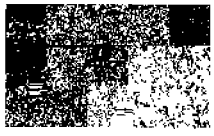

১৭৭তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারি ১৯৯৪

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

১৭৭তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারি ১৯৯৪

প্রেসিডেন্সি কলেজ

৮৬/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[Annual report of the achievements and activities of different departments of the Presidency College, Calcutta for the year 1993]

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

২০শে জানুয়ারি, ১৯৯৪

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলক-সম্পাদক : অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

মুদ্রক : সুপ্রিয় ট্রেডার্স, ঘোষপাড়া, বালী, হাওড়া।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

১৯৯৩

বিষয়সূচী

	পৃষ্ঠা
প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস	১
উল্লেখযোগ্য সংবাদ	২
প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন ১৯৯৩	২
কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন	৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন	৪
মেঘনাদ সাহা-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন ...	৫
অছি-তহবিলের খবর	৬
সরকারী পুরস্কার ও বৃত্তি	৬
পরীক্ষার ফল	৬
কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৬
শোক-সংবাদ	৭
আসা-যাওয়ার সংবাদ	
বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ	৭
অধ্যক্ষ	৮
অর্থনীতি	৮
ইংরেজী	৯
ইতিহাস	১০
উদ্ভিদবিদ্যা	১০
গণিত	১১
দর্শন	১২
পদার্থবিদ্যা	১২
প্রাণিবিদ্যা	১৪
বাংলা	১৫
ভূগোল	১৬
ভূতত্ত্ব	১৮
রসায়ন	২০
রাশিবিজ্ঞান	২১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২২
শারীরবিদ্যা	

		পৃষ্ঠা
সমাজতত্ত্ব	... ...	২২
হিন্দী	... ...	২৩
গ্রন্থাগার	... ...	২৪
ক্রীড়া	... ...	২৬
ইডেন হিন্দু হোস্টেল	... ...	২৬
কলেজ অফিস	... ...	২৭
পরিশিষ্ট ১ : অছি-তহবিলের তালিকা	... ...	২৮
পরিশিষ্ট ২ : পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা	... ...	২৯
পরিশিষ্ট ৩ : এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল	...	৩৩
পরিশিষ্ট ৪ : বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা	...	৩৫
পরিশিষ্ট ৫ : বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত সেমিনারের বিবরণ	...	৩৯
পরিশিষ্ট ৬ : বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক	...	৪২
পরিশিষ্ট ৭ : বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা	...	৪৪
পরিশিষ্ট ৮ : প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীর নামের তালিকা	...	৫৫

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা নিঃসংশয়ে বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টি-সাধনার ইতিহাসে এক সুদূর তাৎপর্যবহ তথা বীজগর্ভ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। ঐ হিন্দু কলেজের সিনিয়র সেক্শনই ১৮৫৫-য় প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। স্বভাবতই হিন্দু কলেজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যই প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যে বহমান। 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'-এ রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন : "আমি হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজকে একই কলেজ মনে করি, যেহেতু প্রেসিডেন্সী কলেজ পূর্ব্বকার হিন্দু কলেজের অনুক্রম মাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্র, হিন্দু কলেজের পাঠ্যপুস্তক, হিন্দু কলেজের শিক্ষক লইয়াই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইয়াছে। অতএব ঐ কলেজদ্বয়কে একই কলেজ রূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।"—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে আমরা তাই গণ্য করি। প্রতি বছর এই দিনটিতে আমাদের এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা সেই বরেণ্য পুরুষদের আমরা স্মরণে আনি, যাঁদের পরাদৃষ্টি, নিষ্ঠা ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় এই মহতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম সম্ভব ও অস্তিত্ব তাৎপর্যময় হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকেই এই মহাবিদ্যালয়কে প্রাণিত করেছে উৎকর্ষের এক আদর্শ, নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের রশ্মি আহরণ ক'রে অগ্রসরণের উদ্দীপনা ও এক সর্বাত্মক কল্যাণবুদ্ধি। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে আমাদের এই শিক্ষায়তন তার শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রসমাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনকে নতুন নতুন ভাব ও ভাবনার নিষেকে সঞ্জীবিত করেছে।

একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির আকাঙ্খাকে ধারণ করতে, ঐ দেশের পরাধীন দশায় বিদেশী শাসকদের আরোপিত শিক্ষাপদ্ধতি যে অনেকাংশেই সক্ষম নয়, এ ধারণা স্বতঃসিদ্ধ। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষাকে সমঞ্জস করে নিতে হলে ঐ পুরাতন পদ্ধতির তাই আমূল পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কিন্তু এই জরুরী কাজটি সরকারী উদ্যোগে গৃহীত একটি সর্বাত্মক শিক্ষা-পরিকল্পনা ভিন্ন নিষ্পন্ন হতে পারে না। আমাদের শিক্ষায়তনকে তাই এক অনিবার্য সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই এগিয়ে চলতে হয়েছে। তবু কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিস্তারিত কার্যবিবরণী এবং পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এর মধ্যেই আমাদের কলেজ উৎকর্ষের একটি মান রক্ষা করে চলতে পেরেছে। তবে নিরঙ্কুশ আত্মতৃপ্তি সর্বদাই আত্মঘাতী। আমাদের প্রয়োজন নির্মোহ অকপট আত্মবিশ্লেষণ তথা আত্মসমালোচনা। পূর্বোক্ত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'-এ রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন : "ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই।" ইংরেজী শিক্ষায় প্রকৃত ফল ফলার নানা লক্ষণ বিবৃত করতে গিয়ে, তিনি এই একটি লক্ষণ জানিয়েছিলেন যে, যখন আমরা "ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধরূপে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব ……।" দেখে খুব দুঃখ লাগে যে এক অন্ধ অনুচিকীর্ষা আমাদের নবীন প্রজন্মের মানস-পরিমণ্ডলকে ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন করেছে। এই অনিবার্য পরিণামে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বাহ্য চাকচিক্যের প্রতি দুর্বার মোহ, লঘুতা ও স্থূলতার দিকে অভিমুখিতা। এই কারণেই আমাদের এই শিক্ষায়তনের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মধ্যে মান ও রুচির এক ক্রমিক অধোগতি গভীর বিষাদের সঙ্গে লক্ষ্য করতেই হয়।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন : ১৯৯৩

১৯৯৩-এর ২০শে জানুয়ারি উদ্‌যাপিত হয় আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস। ঐ দিনকার মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন, ভারত সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত সহ-উপাচার্য ডঃ ভারতী রায় এবং বিশেষ অতিথির আসনে বৃত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চতর শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য্য। বিশেষ অতিথি শ্রী ভট্টাচার্য আমাদের কলেজের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক সংগঠিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর এক আকর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী রায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব, সকলের জন্য চা-জলযোগ এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল এদিনের অন্যতম আকর্ষণ।

কলেজ-প্রতিষ্ঠার ১৭৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন : ১৯৯৩

১৮১৭-য় হিন্দু কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত, ১৮৫৫-য় প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত আমাদের এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠার ১৭৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন হয় অনিবার্য কারণবশতঃ পূর্বপরিকল্পিত ডিসেম্বর ১৯৯২-এর পরিবর্তে ১৪ই মার্চ থেকে ২০শে মার্চ। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল এক বছর ধরে এবং তাতে সমন্বিত হয়েছিল ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বের সঙ্গে দলগত সংহতি এবং শৈল্পিক সামর্থ্যের সঙ্গে নিয়মনিষ্ঠ পরিচালন-ক্ষমতা। এতে খোলা মনে যোগ দিয়েছিলেন সকলেই—কলেজের অতীত ও বর্তমানের ছাত্রছাত্রী, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা।

নূতন বর্ণলেপনে উজ্জ্বল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত কলেজ-প্রাঙ্গণই ছিল প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানের সংঘটনক্ষেত্র। কলেজের খেলার মাঠে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোকের বসবার উপযুক্ত এক বিশাল সজ্জিত মণ্ডপ খাড়া করা হয়েছিল। এখানেই ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা কলেজের প্রতিষ্ঠার ১৭৫ বছর পূর্তি-অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি উপস্থাপিত হয়। ডিরোজিও হলে দুটি সেমিনার ও একটি সিম্পোজিয়ম্ অনুষ্ঠিত হয়। এরই সংলগ্ন চত্বরে 'স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ' এবং ইংরেজী বিভাগের পক্ষ থেকে 'ইংরেজী সাহিত্যে রোম্যান্টিক পুনরুজ্জীবন' সম্পর্কিত দুটি প্রদর্শনী উপস্থিত করা হয়। কলেজের ইতিহাসের নানা পর্যায় আলোকচিত্রমালার মধ্য দিয়ে প্রদর্শন ক'রে প্রস্তুত প্রধান এবং বৃহত্তম প্রদর্শনীটি অবশ্য উপস্থিত করা হয় কলেজের মূল ভবনের একতলায় কলা-বিভাগের গ্রন্থাগারে। কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগগুলি তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় পরিসরে নিজ নিজ বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

১৪ই মার্চ রবিবার সকাল এগারোটায় ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা ১৭৫ বর্ষের সূচক ১৭৫টি ছোট ছোট বিজলীবাতি জ্বালিয়ে কলেজের একটি আলোকিত রেখাবয়ব ও একটি স্মৃতি-ফলক উন্মোচন ক'রে উৎসবের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কলকাতা পুলিশের ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজায় এবং কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে হিন্দোল রাগে আবাহন গীতি গেয়ে শোনান শ্রীমতী ললিতা ঘোষ। তারপর আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার

মুখোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন। অতঃপর ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মার ভাষণে উপভোগ্য আত্মজৈবনিক উল্লেখসমূহের সঙ্গে গাঁথা ছিল বাংলা ও ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে হিন্দু তথা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রভূত অবদানের স্বীকৃতি, অব্যবহিত দেশকালের বিশ্লেষণী পর্যালোচনা এবং সংকল্প ও আশার অভিব্যক্তি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠন কমিটির সভাপতি ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় কলকাতা পুলিশের ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীতের সুর পুনরপি বাদনের মধ্য দিয়ে। ঐদিনই বিকেলে প্রদর্শনীগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকাংশই এ কলেজের অতীত বা বর্তমানের ছাত্রছাত্রী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : ১৫ই মার্চ সোমবার এ কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'অন্য থিয়েটার'-এর নাট্যাভিনয় 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' ; ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার কবি সম্মেলন এবং শ্রীমতী অপর্ণা সেন ও শ্রীদীপঙ্কর দে-অভিনীত শ্রুতিনাটক ; ১৭ই মার্চ বুধবার শ্রীঅজয় চক্রবর্তীর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত, শ্রীমতী সুতপা দত্তগুপ্তের ওড়িষী নৃত্য ও শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদবাদন ; ১৯শে মার্চ শুক্রবার মান্না দে-র আধুনিক গান ; ২০শে মার্চ শনিবার শ্রীমতী ঋতু গুহের রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের পরিচালনায় ড্যান্সার্স গিল্ডের নৃত্যনাট্য। কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন পরিচিত কবিদের মধ্যে এ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ রায়, শ্রীজয় গোস্বামী, শ্রীদিব্যেন্দু পালিত, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীমঞ্জুভাষ মিত্র প্রভৃতি। আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় দুটি কবিতা পড়েন ; কবিতা পড়েন ডঃ বিশ্বনাথ দাস, শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায় ; হিন্দী কবিতা পড়েন ডঃ সুব্রত লাহিড়ী ; ইংরেজী কবিতা পড়েন শ্রীদীপঙ্কর বসু। কবিতা পাঠ শুরু হবার আগে শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে কবিদের পরিচয় করিয়ে দেন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ। কবিসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান কবি শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। কবিতা পাঠ শেষ হলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির ফাঁকে ফাঁকে চলেছিল মণ্ডপের সামনের ফাঁকা মাঠে পুরোনো বন্ধুদের অবাধ মেলামেশা, অতীত স্মৃতিরোমন্থন, ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে অভিভাবক, সকলের হার্দআলাপন।

সিম্পোজিয়ম হয়েছিল একটিই, বিষয় : 'প্রেসিডেন্সি কলেজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'—যাতে বিভিন্ন প্রজন্মের ছাত্রদের বিচিত্র অনুধাবনের আলোয় আলোকিত হল আমাদের এই শিক্ষায়তন। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীসুকান্ত চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীঅনুপ সিংহ, শ্রীরণবীর সমাদ্দার, শ্রীতড়িত ঘোষ, ডঃ চঞ্চল মজুমদার, ডঃ অশোক মিত্র, অধ্যাপক দীপক ব্যানার্জী এবং বর্তমান ছাত্র শ্রীঅর্জ্জুন সেনশর্মা ও শ্রীঅর্নব ঘোষ। এর আগে ও পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুটি সেমিনার, যার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা' ও 'সাম্প্রদায়িকতার বিপদ'। প্রথম আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের যোজনা কমিশনের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রণব মুখার্জী, অধ্যাপক অমিয় বাগচি, ডঃ ধীরেশ ভট্টাচার্য, ডঃ নির্মল চন্দ্র, ডঃ কল্যাণ সান্যাল ও ডঃ অজিত সেনগুপ্ত ; দ্বিতীয়টিতে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন সংস্কৃতি ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী, ইতিহাসের অধ্যাপক-গবেষক শ্রীঅতীশরঞ্জন দাশগুপ্ত, উপাচার্য মোহিত ভট্টাচার্য, মিঃ মালিয়াবাদি এবং কলেজের ডঃ প্রশান্ত রায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি শুধুই এক বর্ণাঢ্য উৎসব হিসেবে পরিকল্পিত হয় নি। এর উদ্দেশ্য ছিল অতীতের পুনরাবিষ্কার। বাংলার নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন, সত্তরের দশকে মরীয়া যৌবনের রক্তাক্ত সংগ্রাম এবং সর্বোপরি দীর্ঘ সময় ব্যাপ্ত করে গহন সত্তার নান্দনিক অভিব্যক্তি, এ সব কিছুর স্মরণের মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন হল এই জরুরী ব্যাপারটি। এই অতীতের পুনরাবিষ্কারকে ভিত্তি করেই তো সম্ভব হবে বর্তমানের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

১৯৯৩-র ১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা দুটোর সময় কলেজের মূল ভবনের ২২নং ঘরে বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অসামান্য শিক্ষক, বিশ্রুত সমালোচক স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর বীরভূম জেলার হাতিয়া গ্রামে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। সেই হিসেবে ১৯৯২-র ১৫ই অক্টোবর তাঁর জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। নানা অনিবার্য কারণে ঠিক সময় মতো আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে পারি নি। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে এ জন্য একটি তারিখ স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু দেশব্যাপী হিংসার তাণ্ডবে ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে অনুষ্ঠান হতে পারে নি। যাই হোক পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে প্রথমে অধ্যক্ষ অমল কুমার মুখোপাধ্যায় স্বর্গত আচার্যের অশেষ মনীষার ওপর সামগ্রিক আলোকপাত করতে গিয়ে কিছু স্মৃতিমন্থন করেন। শিক্ষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে স্মৃতি নির্ভর আলোচনা করেন ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক শ্রীকালিদাস বসু, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীস্বরাজব্রত সেনশর্মা ও ইংরেজী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীশান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীঅরুণ কুমার ঘোষের আলোচনার বিষয় ছিল সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সবশেষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের নানা দিক, তাঁর ফুটবলপ্রীতি, তাস খেলার নেশা, গান গাওয়া, ইংরেজী রচনার গুণপনা সম্পর্কিত নানা তথ্য ও কাহিনী, আশ্চর্য রসস্নিগ্ধ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন ইংরেজী বিভাগের প্রধান শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। শেষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষাতে লেখা আমাদের কলেজের ইংরেজী বিভাগের দুই অবিস্মরণীয় শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষের বিয়োগবার্তার অংশবিশেষ পড়ে শোনান তিনি।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মশতবর্ষ

১৯৯৩-এর ২২শে ডিসেম্বর বেলা আড়াইটেয় ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে পদার্থবিদ্যা, রাশিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু—কলেজের এই তিন মনীষী ছাত্রের জন্মশতবর্ষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুণ। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের পর পদার্থতত্ত্ববিদ ডঃ মেঘনাদ সাহা সম্পর্কে বলেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন প্রধান ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পদার্থতত্ত্ববিদ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে বলেন কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন প্রধান ডঃ অমল কুমার

রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রবীন্দ্র পরিষদ ও তাঁর রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনা বিষয়ে বলেন বাংলার বিভাগীয় প্রধান শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও রাশিবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ অরিজিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও মাঝখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনায় বাংলা বিভাগের ছাত্রী অজিতা রায় ও সুমনা সান্যাল এবং রাশিবিজ্ঞানের ছাত্রী পারমিতা চট্টোপাধ্যায়। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'রবীন্দ্র কথা' থেকে পাঠ করে শোনায় বাংলা বিভাগের দুই ছাত্রী শুভলক্ষ্মী দাশগুপ্ত ও অয়ন্তিকা ঘোষ। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলেজের পদার্থ-বিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুব্রত দত্ত।

অছি তহবিলের খবর

প্রেসিডেন্সি কলেজে বর্তমানে রয়েছে ৪০টি অছি-তহবিল। এদের সম্মিলিত অর্থমূল্য ১১,৩৩,৬৫০ টাকা। প্রিয়জনের স্মৃতিতে অনেক বদান্য ব্যক্তির দানে গড়ে উঠেছে এইসব তহবিল। এ সবের আয় থেকে প্রতিবছর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মেধা এবং মেধা ও সঙ্গতির বিচারে পুরস্কার, ছাত্রবৃত্তি, এককালীন অনুদান ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমান বছরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ-পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৭,১৯৬ টাকার পুরস্কার, পদক এবং মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। প্রাপকদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

কলেজেরই স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এই কলেজের মোট ২২ জন স্নাতক ছাত্রছাত্রীকে এ বছর মোট ১২,৮০০ টাকা মূল্যের প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতক-ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

কলেজের আর্থিকসঙ্গতিহীন ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য রয়েছে টি. এস. স্টার্লিং অছি-তহবিল এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাদানে গড়ে ওঠা ছাত্র-সহায়ক তহবিল। প্রথমোক্ত তহবিল থেকে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ২২,৩০০ টাকার এবং দ্বিতীয়োক্ত তহবিল থেকে ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ২,২০০ টাকার বৃত্তি, এককালীন সাহায্য (পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে) দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি গঠিত একটি তহবিল থেকে আলোচ্য বছরে মেধা ও সঙ্গতির বিচারে ১৯ জন আবাসিক ছাত্রছাত্রীকে মোট ৩০,১৫০ টাকার হোস্টেল স্টাইপেণ্ড এবং কলেজের ১৭টি বিভাগকে ৮,৫০০ টাকার সেমিনার-গ্রাণ্ট দেওয়া হয়েছে।

অছি-তহবিলের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

কলেজে আরও বেশ কয়েকটি অছি-তহবিল গঠনের প্রস্তাব সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের সরকারী দীর্ঘসূত্রতা, কলেজ-কর্তৃপক্ষ এবং দাতা, উভয়পক্ষেরই প্রবল হতাশার কারণ। এই অসুবিধা দূর করতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন, অছি-তহবিল গঠন-সংক্রান্ত দান গ্রহণের ক্ষমতা কলেজের পরিচালন সমিতির ওপর দেওয়া হোক। সরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই আদেশনামা ইতিমধ্যেই জারি করেছেন। আশা করা যায় সরকারী কলেজের ক্ষেত্রেও অচিরেই এই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে।

অছি-তহবিল-সংক্রান্ত বিস্তারিত খবর কলেজের 'বারসার'-এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

সরকারী পুরস্কার ও বৃত্তি

১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে জাতীয় বৃত্তি পেয়েছিলেন ২১ জন, জাতীয় ঋণমূলক বৃত্তি ৫০ জন, জাতীয় মেধা বৃত্তি ৬ জন, তপশীল জাতি ও উপজাতি বৃত্তি ২৮ জন, হিন্দী বৃত্তি ১৮ জন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃত্তি ৫ জন। সবসুদ্ধ বৃত্তিপ্রাপকের সংখ্যা ১২৮।

পরীক্ষার ফল

এ বছরে ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী বি. এ পরীক্ষা ও ২১৯ জন ছাত্রছাত্রী বি. এস. সি পরীক্ষা দিয়েছিল। বি. এ পরীক্ষায় ১২৮ জন ও বি. এস. সি. পরীক্ষায় ২০৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার যথাক্রমে ৯৮'৪৬ ও ৯৪'৯৭। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্সপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বি.এ ও বি.এস.সি পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৭ ও ৯৭। পরিশিষ্টে বিভিন্ন বিভাগের ফলাফলের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে কলেজের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬৪৮। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৭৬১, ছাত্রীর সংখ্যা ৮৮৭।

শোক সংবাদ

প্রায় প্রতি বছরই এই মহাবিদ্যালয়ের কোনও প্রাক্তন শিক্ষক ও ও কৃতী ছাত্রের মৃত্যুসংবাদ আমাদের শ্রবণে আসে; কর্মরত অবস্থায় কলেজের কোনও শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারীর শোকাবহ মৃত্যু ঘটে। গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পূর্ণেন্দুকুমার বসু ও শিবতোষ মুখোপাধ্যায়—আমাদের কলেজের এই তিনজন প্রাক্তন অধ্যাপকের মৃত্যু আমাদের আন্তরিকভাবেই বেদনাহত করেছে। শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী ছিলেন এ কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য শিক্ষণনৈপুণ্য ও বিস্ময়কর সংগঠন প্রতিভা বহুজনবিদিত। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান ও সহ উপাচার্য হিসেবে সুবিদিত শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু এ কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগেও কিছুদিন অধ্যাপনা করে গেছেন। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী, কৌতুকসরস রম্যরচনায় দক্ষ, শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রথম প্রধান, বিভাগের দূরদর্শী স্থপতি, মৌল পরিকাঠামোর নির্দেশক-নির্মাতা। গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ডেমন্‌স্ট্রেটর শ্রীজগন্নাথ ঘোষের দীর্ঘ অসুস্থতা ও কষ্টকর রোগভোগের পর মৃত্যু নিদারুণ দুঃখবহ। গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রবোধ কৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন কলেজের সামগ্রিক উৎকর্ষের এক ধারক-স্তম্ভ বিশেষ। ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের যেমন প্রয়োজনীয় গ্রন্থের যোগান দিতেন তিনি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অভ্রান্ত নির্দেশে, তেমনি ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে গবেষকদের অবশ্য-পঠনীয় আকর-গ্রন্থের তিনি সন্ধান দিতেন নিশ্চিত প্রজ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়। তিনজন চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মীর মৃত্যুও আমাদের শোকসন্তপ্ত করেছে। এঁরা হলেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীজগদ্বন্ধু বারিক, বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের শেখ বাবুলাল ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ঝাড়ুদারনী শ্রীমতী লক্ষ্মী হেলা।

আসা-যাওয়ার সংবাদ

সরকারী কলেজের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে কোন অধ্যাপক বদলি হয়ে গেছেন, বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, কেউ বা অবসর নিয়েছেন, কেউ বা বদলি হয়ে এসেছেন বা নতুন যোগ দিয়েছেন। এ বছরে এই ধরনের আসা-যাওয়ার সংবাদ হল এই :

অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমিহিরকান্তি রক্ষিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছেন। অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীমতী সুনন্দা পাল ১৯৯৩-র ৩১শে মার্চ অবসর গ্রহণ করেছেন।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগে দার্জিলিং সরকারী কলেজ থেকে বদলি হয়ে যোগদান করেছেন ডঃ সুমিত হোমচৌধুরী।

বাংলা বিভাগের ডঃ স্বরাজব্রত সেনশর্মা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুশান্তকৃষ্ণ দেব ও মিহিরকুমার বসু অবসর গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক তারকেশ্বর মিত্র দুর্গাপুর কলেজ থেকে বদলি হয়ে এই বিভাগে যোগদান করেছেন।

রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র সেন অবসর গ্রহণ করেছেন। কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক-পদ ত্যাগ করে এই বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকার। এই বিভাগেরই ডঃ দীপক মণ্ডল আমেরিকার নিউ ইয়র্ক-স্থিত আলবার্ট আইনষ্টাইন কলেজ অফ্ মেডিসিন-এ উচ্চতর গবেষণা শেষ করে ফিরে এসে এখানেই অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন।

হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক রামরাজ সিং অবসর গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অধ্যক্ষ

অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় বিগত জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-আয়োজিত ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'উচ্চশিক্ষায় আর্থিক দিক'-সংক্রান্ত পূর্ব ভারতের উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ্‌দের সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন। গত নভেম্বর মাসে তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় আয়োজিত বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় সেমিনারে 'সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ'-বিষয়ে ভাষণ দেন। ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কলেজ-শিক্ষকদের রিফ্রেশার কোর্সে 'গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার অবদান'-বিষয়ে দুটি বক্তৃতা দেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত সমাজবিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা Socialist Perspective একবিংশতম বৎসরে পদার্পণ করেছে।

অর্থনীতি বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতো ১৯৯৩-তেও অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বি.এস.সি পার্ট টু পরীক্ষায় ৩০ জনের মধ্যে ২১ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। বি.এস.সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ২৮ জনের মধ্যে ১৭ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্সের নম্বর পেয়েছে।

এই বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমিহিরকান্তি রক্ষিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছেন। অধ্যাপক শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায় সেণ্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ-এ অধ্যাপক পদে থাকার সরকারী নির্দেশনামা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন। এই দুই অধ্যাপককে হারিয়ে অর্থনীতি বিভাগ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অর্থনীতি বিভাগকে ২৬-৮-৯৩ তারিখের চিঠিতে নতুন ক'রে বেশ কিছু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ব্যাপারটি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

অধ্যাপক আশিস্‌কুমার দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ্‌ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস্‌ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর অধ্যাপক শ্রীপ্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি তাঁর পি, এইচ ডি-র গবেষণাপত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন। সেণ্টার ফর্‌ ইকনমিক স্টাডিজ-এর গবেষণা-সহযোগী শ্রীমতী চন্দনা দাসের গবেষণাপত্রটির অনুমোদন এবং পি. এইচ. ডি প্রাপ্তি শীঘ্রই আশা করা যাচ্ছে।

ইংরেজী বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতো ১৯৯৩-তেও ইংরেজী বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় একজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। পার্ট ওয়ান অনার্স পরীক্ষায় চারজন প্রথম শ্রেণীর অনার্সের নম্বর পেয়েছে। ১৯৯২-র এম. এ পরীক্ষায় এই বিভাগে একজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগে পঠন-পাঠন ও গবেষণামূলক কাজের ধারা অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপিকা জয়ন্তী গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাইনর রিসার্চ প্রোজেক্টের অঙ্গ হিসেবে 'ইংলিশ ট্রাভেল রাইটার্স ইন্‌ দি নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরী—রেস্‌পন্‌সেস টু ইণ্ডিয়া'-বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

অধ্যাপক প্রদোষ ভট্টাচার্য্য আলোচ্য বর্ষে ইংলিশ স্টাডি সেণ্টারের 'নিউজ-লেটার'-এ ফিললজি ক্লাসে পঠন-পাঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিতীয় একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপিকা তপতী গুপ্ত গত ফেব্রুয়ারিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ইউরোপীয়ান রেনেসাঁস' বিষয়ে আয়োজিত আলোচনাচক্রে 'Albrecht Diirer : Multifocal Synthesis' বিষয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এই বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমানস রায়ও ঐ আলোচনাচক্রে 'ডান্‌ এ্যাণ্ড দি পোয়েটিক্‌স্‌ অফ্‌ সেল্‌ফহুড' বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপিকা তপতী গুপ্ত মার্চ মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী স্মারক আলোচনাচক্রে 'Reading Measure for Measure as Shakespeare's Vision of the Individual in Society' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। এপ্রিল মাসে অধ্যাপিকা গুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডি সেণ্টারে জার্মান এক্সপ্রেশানিজম-বিষয়ে দুটি বক্তৃতা দেন। অধ্যাপিকা

কাজল সেনগুপ্ত বৃটিশ কাউন্সিলের ইংলিশ স্টাডি সেন্টারে 'মার্লো'স্ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড-ভিউ' বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন। দূরদর্শনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে ১৬ই ডিসেম্বর তিনি 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ্যাণ্ড কোলরিজ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় কামারপুকুর কলেজে আয়োজিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাচক্রে মিলটন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

কলেজের ১৭৫ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখ্য সাফল্যের সঙ্গে 'দি রোমান্টিক রিভাইভাল ইন্ ইংলিশ লিটারেচার অ্যাণ্ড পেন্টিং' বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

এ বছর ইংরেজী সেমিনারের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মার্চ মাসে সমুয়েল বেকেট সম্পর্কে আলোচনা করেন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। অধ্যাপক উইলিয়ম রাদিচে রবীন্দ্র কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে কাব্যানুবাদের সমস্যা সম্বন্ধে নিজস্ব অনুধাবন ব্যক্ত করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীসুকান্ত চৌধুরী রেনেসাঁস বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এছাড়া বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে 'মডার্ন ড্রামা', 'শ এ্যাণ্ড হিজ কন্‌টেম্পোরারিজ' এবং 'শেক্সপীয়র'স রোমান্টিক কমেডিজ' বিষয়ে সেমিনারে নিবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করে।

ইতিহাস বিভাগ

সামগ্রিকভাবে ১৯৯৩-এর বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় নি। পার্ট টু পরীক্ষায় ২ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স অর্জন করেছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় অবশ্য কেউই প্রথম শ্রেণীর অনার্স-নম্বর পায় নি। তবে একটি বিশেষ আনন্দ সংবাদ এই যে এ বছর ১৯৯১ এবং ১৯৯২-এর বি. এ পার্ট টুর রিভিউয়ের যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে সাম্মানিক ইতিহাসে যথাক্রমে তিনজন ও একজন পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী লাভ করেছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিভাগের দুই প্রাক্তন ছাত্রী অনিন্দিতা ঘোষ (১৯৮৬-৮৯) ও রোচনা মজুমদার (১৯৮৯-৯২) যথাক্রমে কেম্ব্রিজ-নেহেরু স্কলারশিপ ১৯৯৩ এবং রাধাকৃষ্ণণ স্কলারশিপ ১৯৯৩ অর্জন করেছে ; অনিন্দিতা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লেয়ার কলেজে পি. এইচ. ডি কার্যক্রমে ও রোচনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট ক্যাথারিন্‌স কলেজে ইতিমধ্যে ভর্ত্তি হয়েছে।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রজতকান্ত রায় আলিপ্পিতে অনুষ্ঠিত কেরালা হিষ্ট্রি কন্‌ফারেন্সে যোগদান করে একটি বিশেষ বিভাগে পৌরোহিত্য করেন ও সভাপতির ভাষণ দেন। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্ত্তী গিরিডিতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইনষ্টিটিউট-আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে যোগদান করেন ও বক্তৃতা দেন।

১৯৯৩-এর প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা দেন শিকাগোর নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক John Mclane। তাঁর বিষয় ছিল, 'দি পোলিটিকাল ইকনমি অফ্ গিফ্‌ট্‌স ইন্ কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া।'

কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উৎসবকে সমৃদ্ধ করতে ইতিহাস বিভাগ প্রদর্শনী আয়োজনের এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। মার্চে উৎসবের দিনকটিতে কলেজের গ্রন্থাগারে বিভাগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস ও উপমহাদেশবিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ১৭৫ বছর পূর্তি-উৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষায় এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বি.এস.সি পার্ট টু পরীক্ষায় ১৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৭ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে এবং বাকি ১২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। ঐ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং দ্বিতীয় এ বিভাগ থেকেই হয়েছে।

এ বিভাগে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছে এবং কয়েকজন অধ্যাপক নিয়মিতভাবে তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করছেন।

ডঃ অশোককুমার বাগ, ডঃ মানস মজুমদার এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল—এই তিনজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গত অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে স্নাতক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা দার্জিলিং ও তার সন্নিহিত স্থানগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

এই বিভাগের ডঃ সুনন্দা পাল দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর ১৯৯৩-এর ৩১শে মার্চে অবসর গ্রহণ করেছেন।

এই বিভাগের ডেমনস্ট্রেটার শ্রীজগন্নাথ ঘোষ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী শ্রীজগদ্বন্ধু বারিক কর্তব্যরত অবস্থায় যথাক্রমে ৫ই এপ্রিল ও ৩০শে নভেম্বর পরলোকগমন করেছেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ গভীর দুঃখের সঙ্গে ওঁদের স্মৃতিচারণ করে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

গণিত বিভাগ

অন্যান্যবারের মতো এবারেও এই বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-পরীক্ষার ফল বেশ ভালো। ১৯৯৩ সালের বি.এস.সি পার্ট টু পরীক্ষায় ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং ৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

এই বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গৌরী দে মুন্সী ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ছুটিতে আছেন। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার মাপা গত আগস্ট মাসে ৬০ বৎসর অতিক্রম করে পুনর্নিয়োগের প্রতীক্ষায় আছেন। অক্টোবর মাস থেকে অধ্যাপক হরিহর ঘোষ বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৮২ সাল থেকে এই বিভাগের একটি প্রোফেসর পদ (W.B.S E.S.) শূন্য রয়েছে।

এই বিভাগে সংস্থাপিত দুটি কম্পিউটার শিক্ষকগণের গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারে দক্ষতা অর্জনের জন্য এই বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্র মিত্র এস. এন. বোস সেন্টার অফ্ বেসিক সায়েন্স থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। ডঃ মিত্র ডি. এস. এ প্রোগ্রামের অধীনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো-পোলার ইলাস্টিসিটি বিষয়ে দু-তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছেন। এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাচক্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুদীপকুমার আচার্য Structure of R and Continuous Functions বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

দর্শন বিভাগ

প্রতি বছরের মতই এ বছরেও দর্শন বিভাগের ঐতিহ্য বজায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাতেই ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছে। এ বছর পার্ট টু পরীক্ষায় সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর অনার্স-প্রাপকের সংখ্যা ৮, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে ৭ জন। কলেজের কলা বিভাগের তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে বিভাগীয় ছাত্রী পুণিতা লাখোটিয়া। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হলেও ৪ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স-নম্বর পেয়েছে এবং বাকী ১০ জনও সসম্মানে উত্তীর্ণ। এই বিভাগের এম. এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বাকিরা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে কলা বিভাগের গ্রন্থাগারে ইতিহাস বিভাগের সৌজন্যে দর্শনের বিদগ্ধ শিক্ষকদের চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে দর্শনের কৃতী ছাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাক্ষর সম্বলিত পুরাতন পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়।

এ বছর একটিই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ই আগষ্ট অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অবসরপ্রাপ্ত ইউ. জি. সি. অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য "তর্কবিজ্ঞান প্রাচীন ও সাংকেতিক" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সাহজিক বিশ্লেষণের ফলে দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে।

বিভাগীয় অধ্যাপক নবকুমার নন্দী ক্যালকাটা স্কুল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ আয়োজিত সভায় "দ্বন্দ্বভিত্তিক যুক্তিবিজ্ঞান" এর উপর এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত দর্শনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সে তিনি ২৩শে ডিসেম্বর "প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের দর্শনে রাষ্ট্রের অবস্থা" শীর্ষক এক বক্তৃতা দিয়েছেন। ঐ ওরিয়েন্টেশন কোর্সে ১০ই ডিসেম্বর "অনুব্যবসায়"-সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত সেন। নিউ দিল্লীর আই. আই. টি-আয়োজিত ওয়ার্কশপে ৮ই নভেম্বর বিভাগীয় অধ্যাপিকা প্রিয়ংবদা সরকার 'আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স এ্যাণ্ড ফিলসফি অব সাইকোলজিক্যাল পসিবিলিটি ইন্ লেইটার ভিটগেন স্টাইন'-শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২৬শে—২৯শে আগষ্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত স্বর্গত অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক পঞ্চানন শাস্ত্রীর স্মৃতিতে ফ্যাম্‌টসিট সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী। উক্ত সেমিনারে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী ২৯শে আগষ্ট ডঃ চঞ্চলকুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে "কনসেপ্ট অব 'বাজ' ইন ফিজিকস্ এন্‌ড্ ফিলসফি" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ২৭শে মার্চ গ্রীক ক্লাব "কিক্‌লস"-আয়োজিত সারাদিনব্যাপী এক আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী। বিড়লা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে "গ্রীক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের" উপর ঐ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 'গ্রীক গণিত-চর্চ্চার' উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অব কালচার ও বেলুড় মঠের যৌথ উদ্যোগে নেতাজী ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে সেপ্টেম্বরের ১১, ১২, ১৭ ও ১৮ তারিখে যে বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন হয়, সেই মহতী সভায় বক্তব্য উপস্থিত করেন অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী। আলোচনার বিষয় ছিল : 'কন্‌সেপ্ট অব পীস এ্যাণ্ড হারমনি ইন্ বিবেকানন্দ।' তিনি 'দর্শন ও সমাজ ট্রাষ্ট'-আয়োজিত ১১ই থেকে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চতুর্থ বঙ্গীয় দর্শন সেমিনারেও (কাণ্ট-এর দর্শন) আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতই এবারের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে। বি.এস.সি-তে ১৮ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও ২০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। এম.এস.সি-তে ১৬ জন প্রথম শ্রেণী ও ১৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জন করেছে। ১৯৯১ সালে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ও উপাচার্য প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এম.এস.সি পঠন-ব্যবস্থার উদ্বোধন করেছিলেন ; সেই ছাত্ররাই আজ কলেজকে গৌরবান্বিত করেছে। এই শ্রেণীর ছাত্রী পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছে : ১৯৯৩-৯৬ সালের জন্য Trieste এ International Centre for Theoretical-Physics (ICTP)-এ পি.এইচ.ডি করার ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক আবদুস সালাম। গত দশ বছরে পূর্ব ভারতের কোন ছাত্র বা ছাত্রী এই সম্মান পায় নি। এ ছাড়াও এই শ্রেণীর দু'জন ছাত্র ও একজন ছাত্রী টেলকোর ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট-এ নির্বাচিত হয়েছে। এ বছরও গত বছরের মতই টেলকো থেকে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ও ইউ.জি.সি-র উদার অনুদানে এম এস.সি গবেষণাগারের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে। সাধারণ ও বিশেষ পত্রের ল্যাবরেটরির প্রত্যেকটিতে ছাত্রসংখ্যা ২৬ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। এই রাজ্যে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ ছাড়া পদার্থবিদ্যায় এম এস.সি-তে ছাত্র পড়ার ব্যবস্থা একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আছে। চারটে স্পেশাল পেপার ছাড়াও তিনটে ইলেকটিভ পেপার : যথাক্রমে Geo-physics, Plasma Physics ও Elementary Particle Physics পড়ানো হচ্ছে। আগামী বছর Bio-physics বিশেষ পত্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। Elective Geo-physics পড়ানোতে আমরা ভূতত্ত্ব বিভাগের সহায়তার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও কলেজের যে অধ্যাপকরা এম.এস.সি-তে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়িয়েছেন, বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

এ বছরে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের সাম্মানিক প্রাণিবিদ্যা পরীক্ষায় আমাদের বিভাগীয় বিদ্যার্থীদের ফলাফল—পার্ট ওয়ান-এ ১৬ জনের মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। পার্ট টু -তে ১৫ জনের মধ্যে ৫ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স অর্জন করেছে। পার্ট ওয়ান এম এস সি প্রাণিবিদ্যা পরীক্ষায় আমাদের ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ৭ জন ; পাট টু-র ফল এখনো অপ্রকাশিত।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের দায়িত্ব এ বছরও আগের মত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিশ্রম করতে হয়েছে খুব—কলেজের দুটো প্রধান অবকাশকালীন দিনগুলোতে বিশেষ ক্লাশের এবং কাজের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, যাতে বিভাগের সবাই প্রয়োজনানুগ অংশ নিয়েছেন। স্নাতক স্তরের প্রাণিবিদ্যা পাঠক্রমের পুরো আকাডেমিক ক্যালেণ্ডার তৈরী করে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি।

সেমিনারের বিভিন্ন ভাগের কার্যধারা এ বছরেও অব্যাহত রয়েছে। দেয়াল-পত্রিকা "স্পন্দন" ঈপ্সিত ছন্দে রেখায়-লেখায় সেজে বেরোচ্ছে নিয়মিত। এর জন্যে তত্ত্বাবধায়ক-অধ্যাপক ডঃ সীমানন্দ অধিকারী ও তাঁর পরিচালিত বিদ্যার্থীর দল কৃতিত্বের দাবী রাখেন। এ বিষয়ে আমাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের বিদ্যার্থীরা আরো সক্রিয় এবং আগ্রহী হলে ভালো হয়।

সেমিনার লাইব্রেরীর কলেবর বাড়ছে। পুরোনো বই ফেরত পাঠিয়ে কলেজের মূল লাইব্রেরী থেকে প্রাণিবিদ্যার নতুন বই আনা হচ্ছে। আধুনিকীকরণ ও উপযোগিতা পর্যায়ে আসার এটাই প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু কাজ অনেক বাকি—তত্ত্বাবধায়ক-অধ্যাপক ডঃ ত্রিলোচন মিস্তা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী। তবে এ পর্যায়ে দরকার সেমিনার লাইব্রেরীর জন্য অন্ততঃ একজন পেশাদার গ্রন্থাগারিক ও সহযোগী কর্মচারীর, অন্ততঃ আংশিক সময়ের ভিত্তিতে হলেও। স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য সেমিনার লাইব্রেরী আরো সমৃদ্ধশালী ও কার্যকর করতে এটা দরকার।

শিক্ষামূলক ভ্রমণার্থে আমাদের বিভাগের জন্য পৃথক কোন সরকারী অনুদান নেই। এরও ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তবে এসব ভ্রমণ প্রাণিবিজ্ঞানীর পক্ষে অপরিহার্য বলে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমাদের ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীরা ঘুরে এসেছেন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাণীবিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রগুলি, মাঠ-ঘাট ঘুরে সংগ্রহ করেছেন নমুনা-প্রাণী। এ বছরেও মাত্র তিনটি সেমিনার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা গেছে। প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সেমিনার তিনটিতে বক্তারা তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়।

বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী এক-মাছি-গোষ্ঠীর ওপর স্বীয় গবেষণামূলক রচনা গ্রন্থাকারে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'-তে জমা দিয়েছেন। উনি সরকারের D.S.T. সংস্থা প্রদত্ত এক অনুদান নিয়ে বিষয়টির ওপর আরও কাজ করে চলেছেন। প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুজিতকুমার দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে একটি পি.এইচ.ডি থিসিস প্রায় সম্পূর্ণ। বিভাগের অন্যান্য গবেষক-অধ্যাপকগণ তাঁদের কর্মধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন।

পূর্ণসময়ের আটজন ও আংশিক সময়ের চারজন নিয়ে আমাদের বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী। এ ব্যাপারে অনস্বীকার্য ঘাটতি দূরীকরণে আমরা সক্রিয়, রয়েছি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের সম্পূর্ণ পঠন পাঠনের পুরো দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদের থাকা উচিত অন্ততঃ একুশজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক, যাঁদের অনেকেই হবেন প্রাণিবিদ্যার বিশেষ বিশেষ শাখায় পারদর্শী। কর্তৃপক্ষ মহলে এ বিষয়ে তাগাদা করে সম্প্রতি কিছু সুফল পেয়েছি আমরা। তাঁদের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চারজন শিক্ষককে স্থানান্তরিত করে আমাদের বিভাগে পূর্ণসময়ের শিক্ষকতার জন্য সরকারী নির্দেশনামা বেরিয়েছে। তদনুসারে দার্জিলিং গভঃ কলেজ থেকে আমাদের বিভাগে এসে কাজ শুরু করেছেন ডঃ সুমিত হোম চৌধুরী, যিনি এ বিভাগেরই প্রাক্তন ছাত্র। অন্য তিনজন—ডঃ দিলীপ চক্রবর্তী, ডঃ রূপেন্দু রায় ও ডঃ প্রবাল দে শীঘ্রই এসে কাজ শুরু করবেন। তাহলেও অভাব থেকে যাবে। বিশেষতঃ পূর্ণসময়ের অশিক্ষক পদ কয়েকটির সংযোজন খুবই প্রয়োজনীয়।

এ বছরের ফেব্রুয়ারীতে আমাদের কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তাতে আমাদের বিভাগ যথোচিত অংশ নিয়েছে। বিভাগের সর্বপ্রাচীন লেক্চার হলটিকে আমরা এই উপলক্ষে আমাদের বিভাগের প্রথমকালের বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক স্বর্গত অমল কুমার মুখোপাধ্যায়-এর পুণ্য স্মৃতিতে নামাঙ্কিত করেছি। অনুরূপভাবে কলেজের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভাগের ভূতপূর্ব বর্ষীয়ান

অধ্যাপক জিতেন্দ্র নারায়ণ রুদ্রকে অন্যান্য প্রাচীন অধ্যাপকদের সঙ্গে আমন্ত্রণ করে এনে তাদের অবদানের স্মৃতিচারণ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিভাগীয় প্রদর্শনীটি সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বিভাগের নানা ঘর জুড়ে নমুনা প্রাণী, মডেল, ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে আকর্ষণীয় করে সাজানো হয়েছিল।

বছরব্যাপী কর্মধারার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ দুঃখজনক ছন্দপতন ঘটে। এ বছর আমাদের দুটো মৃত্যু-শোক বহন করতে হয়েছে। আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হলেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রথম প্রধান, প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, বিভাগের গঠনগত পরিকাঠামো ও সুনামের ভিত্তি অনেক যত্নে, গভীর নিষ্ঠায় যিনি রচনা করে গেছেন। এ বিভাগ তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এঁর স্মৃতি প্রোজ্জ্বল রাখতে এ বিভাগের এ-সি ভাগটি (নতুন অংশটুকু) তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়েছে। বিভাগে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী শ্রীমতী লক্ষ্মী হেলার আকস্মিক মৃত্যুও যথেষ্ট দুঃখজনক।

বাংলা বিভাগ

১৯৯৩-তে বাংলা বিভাগের ফল বেশ ভালো। পার্ট টু সাম্মানিক বাংলায় পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে ৩ জন, বাকি ১৬ জন পেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স। পার্ট ওয়ান সাম্মানিক বাংলায় পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ জন, প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে ২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে ১৫ জন, অনুপস্থিত ছিল ১ জন। ১৯৯২-র বাংলায় এম, এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিল ৪৭ জন। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ২০ জন, অনুপস্থিত ছিল ২ জন।

বাংলা বিভাগের একজন অসাধারণ শিক্ষক ডঃ স্বরাজব্রত সেনশর্মা তাঁর পুনর্নিয়োগ কালের মাঝখানেই স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। তাঁর মতো শিক্ষককে হারিয়ে বলাই বাহুল্য এই বিভাগ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাবার আগে অধ্যাপক সেনশর্মা তাঁর প্রতিশ্রুতিমতো ভারতীয় জাগরণের ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের একটি প্রতিকৃতিচিত্র এঁকে বাংলা বিভাগকে দিয়ে গেছেন। ঐ প্রতিকৃতিচিত্র তাঁর আগে এঁকে দেওয়া বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিচিত্রের পাশাপাশি বিভাগীয় কক্ষের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। অধ্যাপক সেনশর্মার পদটি অনেকদিন শূন্য পড়ে আছে। ১৯৯১-এর ৩১শে অক্টোবর অধ্যাপক বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণের পর একমাত্র প্রোফেসর পদটিও শূন্য পড়ে রয়েছে। এই পদ-শূন্যতা ও শ্রেণী-কক্ষের শোচনীয় অভাব ও অব্যবস্থা আমাদের বিভাগীয় কার্যক্রমে যে গুরুতর হানি ঘটাচ্ছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১৯৯৩-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজী বিভাগের সঙ্গে দ্বৈত উদ্যোগে বাংলা বিভাগ অসাধারণ শিক্ষক ও মনস্বী সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালন করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতির প্রারম্ভিক ভাষণের পর শিক্ষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেন ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক কালিদাস বসু, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক স্বরাজব্রত সেনশর্মা, ইংরেজী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ। পরিশেষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের নানা বিচিত্র দিক নানা সরস আখ্যানের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত করে তোলেন ও তাঁর রচনা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনান ইংরেজী বিভাগের প্রধান অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক করুণাময় মজুমদার ২৮-২-৯৩ অপরাহ্নে দমদম্ মতিঝিল কমার্স কলেজ হলে 'বিবেকানন্দের সেবাধর্ম' সম্বন্ধে, ঐ দিনই সন্ধ্যায় রবিরঙ্গন : রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্র কাব্যের ত্রিবেদী' সম্পর্কে প্রধান বক্তারূপে, ১৭-৪-৯৩ দমদম্ সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক সভায় 'ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে' বিষয়ে, ৮-৫-৯৩ মতিঝিল কে. কে. হিন্দু একাডেমি হলে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ সম্বন্ধে, ২৫-৬-৯৩ 'সুরজনা' আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যাংশের তুলনা' প্রসঙ্গে এবং ২২-১২-৯৩ 'সুরঞ্জনা'র বার্ষিক অধিবেশনে 'শিক্ষার আদর্শ ও বর্তমান ছাত্র-সমাজ' বিষয়ে সভাপতিরূপে ভাষণ দেন।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ বছরেও তাঁর বহুমুখী অন্বেষা ও সৃষ্টিসামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ডিসেম্বর ২৬—২৭ কোচবিহারে অনুষ্ঠিত পূর্বভারত কবি সম্মেলনে তিনি অনুষ্ঠান সংযোজকের কাজ করেন ও 'পূর্বভারতীয় কবিতার গতিপ্রকৃতি'—সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ বছরেও 'দেশ' ও 'শারদীয় আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প এবং আকাশবানী' ও 'দূরদর্শন'-এর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে তাঁর নাটক।

ভূগোল বিভাগ

১৯৯৩-এ বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার ফল গত কয়েক বছরের তুলনায় ভাল হয়েছে। ১৯৯০-এ মোট ৮ জন, ১৯৯১-এ মোট ৭ জন এবং ১৯৯২-এ মোট ১৪ জন ভূগোলে ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৩-এ মোট ১৯ জন অর্থাৎ ৪৯% ছাত্রছাত্রী ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ন হয়েছে। ৩য় বর্ষ সাম্মানিক ভূগোলের ১৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৭ জন পার্ট টু পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ১০ জন ১ম শ্রেণীর ও বাকি ৭ জন উচ্চ ২য় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষ সাম্মানিক ভূগোলের যে ২২ জন ছাত্রছাত্রী পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেয় তারমধ্যে ৯ জন প্রথম শ্রেণীর ও ১৩ জন ২য় শ্রেণীর অনার্স নম্বর লাভ করেছে। এম এস সি পরীক্ষার ফলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে।

এই শিক্ষাবর্ষে ভূগোলের ব্যবহারিক ক্ষেত্র-শিক্ষণ-এর জন্য ২য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক জয়দেব কোলে, অধ্যাপক বিমল চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজয়দেব দাস আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সফর করেন। দলটি ২রা নভেম্বর জাহাজে রওনা হয় ও ২২শে নভেম্বর প্রত্যাবর্তন করে। এই ২১ দিনের সফরে ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু প্রায় ২৫০০ টাকা ব্যয় হয়।

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য কোন সেমিনার-বক্তৃতার আয়োজন করা যায়নি। আমাদের প্রাচীন পত্রিকা **Traverse** আবার বেরোতে শুরু করেছে। দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে। জিওগ্রাফিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৩।

ভূগোল পঠন ও গবেষণার উপযুক্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ভূগোল বিভাগের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিসরে স্নাতকোত্তর পঠন ও গবেষণা করা দুষ্কর। এই বছর থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে নতুন পাঠক্রম চালু হবে। এই নতুন পাঠক্রমের জন্য প্রয়োজন : ক) আরও নতুন বই খ) ল্যাবরেটরীতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পুরোনো যন্ত্রপাতির সংস্কার গ) আরও কয়েকজন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী এবং ঘ) উপযুক্ত গবেষণাকক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগারকক্ষ ও একটি ষ্টোর রুম। স্থানাভাব ও লোকাভাব ভূগোল

বিভাগের মুখ্য সমস্যা। ১৯৯২ এর জুলাই মাস থেকে ভূগোল বিভাগের স্টোর-কিপার এর পদটি শূন্য রয়েছে। হাজার হাজার বই, এটলাস, মানচিত্র ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও দেওয়া নেওয়ার জন্য প্রয়োজন একজন সহ-কারি গ্রন্থাগারিকের। লোকাভাবে প্রাত্যহিক মালপত্রের দেওয়া-নেওয়া এবং সেমিনার-গ্রন্থাগার এর কাজ বিভাগীয় প্রধানকেই করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী অনুদানও বাড়াতে হবে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শতবার্ষিকী উৎসবের কর্মসূচি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে ভূতত্ত্ব বিভাগের ১৯৯২-৯৩ সালের শিক্ষণ, ক্ষেত্র শিক্ষণ এবং গবেষণার কর্মসূচী। বর্তমানে প্রাকস্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯৫ এবং গবেষকের সংখ্যা ১৭, যারা বিভিন্ন সি. এস. আই. আর, ইউ. জি. সি (ডি. এস. এ), ডি. এস. টি প্রকল্পের কাজে ব্যাপৃত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই বিভাগের ফল বেশ ভাল। ১৯৯৩ সালে পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে এবং ৯২ সালের এম. এস. সি পরীক্ষায় ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে। ক্ষেত্র শিক্ষণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, বিহার, উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এছাড়া স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রেরা এম. এস. সি-র গবেষণা পত্রের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেছে।

প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডঃ অজিত কুমার সাহা বিভাগের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমেরিটাস প্রফেসার হিসাবে যুক্ত রয়েছেন এবং বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনাচক্রের আয়োজনে উৎসাহ দান করেছেন। তিনি শুধু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেকগুলি সমিতির সদস্যই নন, ভূতত্ত্ববিদ্যাতেও তাঁর স্বকীয় অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর সেই অবদানকে যথাযথ মর্যাদা দানের জন্য তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ও গুণমুগ্ধেরা একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই বিভাগে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্মারকগ্রন্থটি অধ্যাপক সাহাকে অর্পণ করা হয়।

১৯৯৩ সালে অধ্যাপক সুশান্ত কৃষ্ণ দেব ও মিহির কুমার বসু অবসর গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক তারকেশ্বর মিত্র দুর্গাপুর কলেজ থেকে বদলি হয়ে এই বিভাগে লেকচারার রূপে যোগদান করেছেন। অধ্যাপক মিহির কুমার বসু অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে সি. এস. আই. আর-এর এমেরিটাস বিজ্ঞানী হিসাবে এই বিভাগেই গবেষণারত আছেন।

বর্তমানে বিভাগে একটি রিডার এবং একটি অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া কনট্রাক্ট সার্ভিসে (COSIST—UGC) একজন অধ্যাপক, দুইজন রিডার এবং একজন রিসার্চ এ্যাসোসিয়েটের পদ এখনও পূরণ করা হয় নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবগুলি পদই পুরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রদীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের পরামর্শদাতা, ভূ বিজ্ঞান-ইতিহাসের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব স্টাডিজের সদস্য, বিভাগীয় কসিস্ট ও ডি. এস. এ (ইউ. জি. সি-র) পরিকল্পনার সংযোজক ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়ত ছিলেন। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় গঠনমূলক ভূতত্ত্বের উপর একটি জাতীয় স্তরের সেমিনারে যোগ দেন ও গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এছাড়া তিনি আর একটি জাতীয়

স্তরের সেমিনারে (স্প্রেকটোমেটরি ও ইনডাকটিভলি কাপল্ড প্লাজমা) অংশ গ্রহণ করেন। এবছরে এই বিভাগের ডাঃ শুভংকর সরকার তাঁর প্রস্তর বিদ্যা এবং মণিক সংক্রান্ত বিদ্যার কাজের জন্য ১৯৯৩ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির "S. L. Biswas Memorial Medal" পান। এছাড়া তিনি মে মাসের ১০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে আমন্ত্রিত হন : "Data bases, numerical methods and computer modelling in modern approach to petrology" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য। এই বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ অজিত কুমার সাহা এই বছর National Academy of Sciences India (Allahabad)-এর ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি Indian Journal of Earth Sciences-এর প্রধান সম্পাদক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সায়েন্স ও টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের ওয়াটার রিসোর্স এবং রিমোট সেন্সিং সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য। এই বিভাগের ডাঃ সাগরলাল রায় ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান জিওলজিক্যাল কংগ্রেসের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য নির্বাচিত হন। এই বিভাগের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক ডি.এস.টি-পরিচালিত জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ায় আয়োজিত এক সভায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। এছাড়া তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ বোর্ডের এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমের বোর্ড অফ্ স্টাডিজের সদস্য।

এবছর একজন পি.এইচ.ডি হয়েছেন অধ্যাপক সাহার অধীনে কাজ করে ও একজন পি.এইচ.ডি-র গবেষণাপত্র দাখিল করেছেন অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে কাজ ক'রে। এই বিভাগের অধ্যাপক অশোক বন্দোপাধ্যায় পি.এইচ ডি-র গবেষণাপত্র দাখিল করেছেন এই বিভাগেরই প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ডঃ অজিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের অধীনে কাজ ক'রে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কসিস্ট ও ডি.এস.এ-র দুটি প্রকল্পেই দ্বিতীয় দফার অনুদান মঞ্জুর করেছে, প্রথম দফার কাজ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর। এর ফলে ম্যাট ২৬১ স্বয়ংক্রিয় হার্মাল আয়োনাইজেশন আইসোটোপ মাস স্পেকট্রোমিটার ও ইনডাকটিভলি কাপল্ড প্লাজমা এ.ই.এস এবং এ.এ.এস—এই অত্যাধুনিক যন্ত্রগুলির অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ সংযোজন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে পি.সি.এ.টি কম্পিউটার আনার ফলে ভূ-বিজ্ঞানে কম্পিউটারের প্রয়োগের যে চেষ্টা চলছিল তার পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত করা সম্ভবপর হয়েছে। বলতে গেলে এই বিভাগে এইসব আধুনিক যন্ত্র সংযোজনের ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি ব্রেন সেন্টার তৈরি হতে চলেছে। এই সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও গবেষকরা এসে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া ভূ-তত্ত্ব বিভাগের আই.সি.পি-এ.ই.এস দক্ষভাবে চালাবার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই বিভাগের অধ্যাপক আনন্দ চক্রবর্ত্তী এবং প্রদ্যোৎকুমার বন্দোপাধ্যায় গত এপ্রিল-মে মাসে আমেরিকার বোস্টনে যান তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিতে।

জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট-এর ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৩-তে ভূতত্ত্ব বিদ্যার বাৎসরিক সমাবেশে সুপরিচিত পরিবেশ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক তারকমোহন দাস বক্তৃতা দেন ; তাঁর বিষয় ছিল "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"।

এছাড়া ১৯৯৩-তে এস. রায়-স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক এ. বি. বিশ্বাস। এছাড়া ১৯৯৩-তে শতবার্ষিকী বক্তৃতা দেন এস. এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস্-এর ডিরেক্টার অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার।

এবছর রিসার্চ ফোরামের কর্মশালায় যোগদান করেন এবং বক্তৃতা দেন জাপানের ওসাকা সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইওসিডা ও অধ্যাপক সিরিহাতা এবং কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির দীপায়ণ জানা।

এছাড়া এই বছর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির আনুকূল্যে এই বিভাগে "মিনারেল রিসোর্সেস অব ইণ্ডিয়া—দি কারেণ্ট পারস্‌পেকটিভ" এই বিষয়টির ওপর একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয় জুলাই মাসে। তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনস ও মিনারেলস, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ও.এন.জি.সি এবং এ্যাটোমিক মিনারেল ডিভিসনের ভূ-তাত্ত্বিকেরা বক্তৃতা করেন।

এই বিভাগের বিশ্রুত গবেষণামূলক সাময়িক পত্রিকা "দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ্‌ সায়েন্সেস" স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আনন্দের কথা এই যে, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ আর্থ সায়েন্সে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার পূর্বতন ডিরেক্টার জেনারেল ডঃ দীপককুমার রায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসাবে গবেষণার জন্য ডি.এস্‌.টি-র অনুদান পেয়েছেন এবং তিনি এই বিভাগেই কাজটি করবেন বলে জানিয়েছেন।

কসিস্টের অন্তর্গত সংযোজন পরিকল্পনা (Linkage) প্রথম এই বছরেই চালু করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তারা এবং তাঁরা এই কলেজের ভূ-তত্ত্ব বিভাগকেই বেছে নেন এই জাতীয় পরীক্ষামূলক কাজের জন্যে। এই সংযোজনের মধ্যে এই কলেজের এবং অন্যান্য কলেজের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনাচক্র এবং ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করাই এই কাজের প্রধান অঙ্গ। এই পরিকল্পনার মধ্যে প্রথম করা হয় ভূ-তাত্ত্বিক ক্ষেত্র-কর্মশালা (Field meet)। এই কর্মশালায় এই বিভাগের তিনজন অধ্যাপক এবং তিনজন গবেষক, দুর্গাপুর সরকারি কলেজের তিনজন অধ্যাপক এবং মাইনস ও মিনারেলস-এর একজন ভূ-তাত্ত্বিক বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে গিয়ে বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া এই সংযোজন-পরিকল্পনায়, যেখানে পাথরের বয়স নির্ধারণ করা হয়, আমাদের সেই নতুন ল্যাবোরেটরিতে কাজে যোগদান করেন ডঃ এ. কে. চৌধুরী, যিনি সমস্তিপুর এল. এন. কলেজের অধ্যাপক এবং এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তা ছাড়াও এই পরীক্ষাগারে এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং এখন ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্‌ মাইনস্‌-এর অধ্যাপক ডঃ অলিন্দ্য সরকার কাজ করতে আসছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে নির্মীয়মান নতুন বাড়িটির একতলায় ভূতত্ত্ব বিভাগের সম্প্রসারণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আশা করা যায় সি.ই.এস.সি-র নতুন সাবস্টেশনটির ব্যবস্থা হয়ে গেলেই এই বিভাগের পরবর্তী সম্প্রসারণের কাজ আরও দ্রুত এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিসমাপ্তির দিকে ত্বরান্বিত হবে।

রসায়ন বিভাগ

এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল এবছরেও বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। এই বছর বি.এস.সি পরীক্ষায় ১১ জন ও এম.এস.সি পরীক্ষায় ১৬ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগের অধ্যাপকগণ পঠন-পাঠন, গবেষণা-নির্দেশনার কাজে ব্যাপৃত থেকেও বিভিন্ন সংস্থার কাজে সহায়তা করে চলেছেন। বর্তমানে এই বিভাগে গবেষকের সংখ্যা দশ।

এই বিভাগের ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী শিশুদের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক বই 'আওয়ার এনভায়রনমেণ্ট'-এর জন্য দ্বিতীয়বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। গত ১৮ই জুন ১৯৯৩ তারিখে নয়াদিল্লীতে NCERT আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাহিত্য আকাডেমির সভাপতি ডঃ চক্রবর্তী ও বইয়ের চিত্রশিল্পীর হাতে ১০,০০০্‌ টাকার পুরস্কার ও সম্মানপত্র তুলে দেন। অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ ১৯৯৪-এর জানুয়ারী মাসে বম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে "Trombay Symposium on radiation and photochemistry"তে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। ১৯৯৩-এর জুলাই মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত "Modern Trends

in Organic Chemistry" বিষয়ক আলোচনাচক্রে অধ্যাপক পরিমল কৃষ্ণ সেন সভাপতি পদে বৃত হন এবং অধ্যাপক বিভূতি মাঝি, ডঃ রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও ডঃ অচিন্ত্য কুমার সরকার এতে অংশগ্রহণ করেন। জুলাই মাসে লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রে অধ্যাপক পরিমল কৃষ্ণ সেন "Present day problems faced in Chemistry—teaching, learning, research and application in industry"-শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ডঃ দীপক মণ্ডল ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আমন্ত্রিত হয়ে 'Interactions of Lectins with Glycoconjugates : Formation of Homogeneous cross-linked Lattices Roveals a New Source of Specificity'-শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকার পুণের জাতীয় রাসায়নিক বীক্ষণাগারে (NCL) ১৯৯৩-এর ২৩শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর-এ অনুষ্ঠিত "Organic Synthesis and catalysis via metalloorganics" শীর্ষক আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তৃতা দেন। ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত ৫-১২-৯২ তারিখে কালিঘাটের হিন্দুমিশনের গীতাজয়ন্তী উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে "অর্জ্জুন-বিষাদ যোগে"র উপর বক্তৃতা করেন। গত ডিসেম্বরের দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর দক্ষিণ কলকাতায় আয়োজিত সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করেন ; ১৪-১০-৯৩ তারিখে তিনি দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠে 'সর্বধর্ম সম্মেলনে' আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দান করেন ; ২৪-৩-৯৩ তারিখে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা বক্তৃতাকক্ষে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WBCUTA)-গঠিত রসায়ণের পাঠ্যসূচী কমিটির অধিবেশনের অপরাহ্ন-কালীন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ; ১০-১০-৯৩ তারিখে ভারত সংস্কৃতি পরিষদ-আয়োজিত "আজকের সমাজ-সাহিত্য প্রেক্ষাপট—বিভূতি ভূষণ ও '৫০-এর মন্বন্তর" বিষয়ক বক্তৃতা দেন এবং ৩১-১০-৯৩ তারিখে তারামঠ (কালিঘাট)-আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে "বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ২২-৩-৯৩ থেকে ১০-৪-৯৩ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC)-এর অনুদানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সামুদ্রিক বিদ্যা (Oceanography)-র ওপর পুনরনুধ্যান শিক্ষাসূচী (refresher's course)-তে অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় দেওয়াল-পত্রিকা 'কিমিয়া' অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রদের যে সব লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ ও তজ্জনিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের পরিচয় মেলে। এবছরও এই বিভাগের উদ্যোগে নিয়মিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার বিষয় পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হল।

দীর্ঘদিন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আমাদের বিভাগে ও অন্য একাধিক সরকারী কলেজে অধ্যাপনা ও বিভিন্ন দায়িত্বশীল সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরে এই বিভাগ থেকে ৬৫ বয়ঃক্রমে উপনীত হওয়ার সুবাদে অবসর নিয়েছেন অধ্যাপক ব্রজেশ চন্দ্র সেন। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিভাগের সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়ে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। এই উপলক্ষে সমবেত হয়েছিলেন অধ্যাপক সেনের গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী, বন্ধু ও শিক্ষক। অধ্যাপক পরিমল কৃষ্ণ সেন একাদিক্রমে দীর্ঘ সাত বছর (১৯৮৬-৯৩) অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিভাগ পরিচালনার শেষে এ বছরের ৩০শে নভেম্বর অবসর গ্রহণের পর পুনর্নিযুক্ত হওয়ায় অধ্যাপক হিমাংশু রঞ্জন দাস বিভাগীয় প্রধানরূপে বৃত হয়েছেন। ডঃ অচিন্ত্য কুমার সরকার কলকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক-পদ ছেড়ে এই বিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন। ডঃ দীপক মণ্ডল আমেরিকার নিউইয়র্ক-স্থিত আলবার্ট-আইনষ্টাইন কলেজ অফ্ মেডিসিন-এ উচ্চতর গবেষণা সমাপনান্তে ফিরে এসে পুনরায় এই বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন আইচ ১৯৯৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেছেন।

গত ১২ই অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের (সাম্মানিক) এবং স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা বিভাগীয় সমস্ত অধ্যাপক ও কর্মীদের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত 'নবীনবরণ' অনুষ্ঠানে সাম্মানিক প্রথম বর্ষের ও স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের নবাগত ছাত্রদের বরণ করে নেয়।

১৯৯৩-এর ১৪ই থেকে ২০শে মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৭৫ বার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এটি দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে বিভাগের স্নাতক স্তরের যে সব ছাত্রছাত্রী বি.এস-সি পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু পরীক্ষায় বসেছিল তাদের ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে।

মোট ৯ জন ছাত্রছাত্রী ১৯৯৩-এর বি.এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণী ও বাকি ৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মান-সহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

১৯৯৩-এর বি.এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় বসেছিল সাম্মানিক স্তরের মোট ১৬ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে ৬ জন প্রথম শ্রেণীর ও ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ; ১ জন পাস বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারে নি ; অন্য ১ জন সকল পত্রের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি।

পূর্ববর্তী অনেক বছরের মতো এ বছরেও বিভাগের শিক্ষকরা নিজেদের গবেষণা-কর্ম ছাড়াও বিভিন্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠানের কাজে যুক্ত থেকেছেন।

কলেজে ভর্তির সময়ে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ এবং অন্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যে মানগত ফারাক থাকে তা ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে বড় অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এ-ব্যাপারে একটি সূত্র নিরূপণের দায়িত্ব কলেজের শিক্ষক সংসদ রাশিবিজ্ঞান বিভাগের উপর ন্যস্ত করেন। 'পার্সেন্টাইল ইকুইভ্যালেন্স' পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভাগ একটি সূত্র নিরূপণ করেন। তার ভিত্তিতেই এবারে কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। ভবিষ্যতে বিশদতর তথ্য সংগ্রহ করে এ-পদ্ধতিটি আরও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির refresher course-এ এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিবিজ্ঞানের refresher course-এ বক্তৃতা দিয়েছেন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি অধ্যাপক মহলানবিশের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন :

১) ফুলব্রাইট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা ;

২) বেথুন কলেজ, কলকাতা ;

৩) সোশিও-ইকনমিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট।

UNDP-র অর্থানুকূল্যে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের একটি গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন। ইতঃপূর্বে সি. এম. ডি. এ-র একটি ভিত্তিরেখা সমীক্ষা সমাপন করে তিনি তাঁর খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেছেন।

ডঃ বিশ্বনাথ দাশ ব্যুরো অফ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্সের দু'টি কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। 'সংখ্যা', 'সি এস এ বুলেটিন', *'IAPQR Transactions'*-এর মতো বিজ্ঞান-পত্রিকার উপদেষ্টা (referee) ও আমেরিকার *Executive Science Institute Journal*-এর সংক্ষেপক (abstractor) হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। খড়্গপুরের আই. আই. টি-র গণিত বিভাগে ও অ্যান্ড্রু ইয়ুল সংস্থায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। বালী বিজ্ঞান ক্লাব, তারকেশ্বর কলেজ ও 'সমকালীন চালচিত্র' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত সভায় তিনি অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে (National Conference on Quality in the Global Economic Context-এ) তিনি একটি গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

শ্রীঅসিতবরণ আইচ ও শ্রীদেবেশ রায় কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট-আয়োজিত একটি কর্মশালায় (Workshop on the Frontiers of Inference in a Finite Population) যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একটি করে গবেষণা-প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেছেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুটের আয়োজিত পরিবেশ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সে-সম্মেলনে তিনি একটি গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কলেজের ১৭৫ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই উপলক্ষে আই. এস. আই-এর অধ্যাপক ডঃ অরিজিৎ চৌধুরীর একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটি দর্শককের প্রশংসা লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১৯৯৩ সালের সাম্মানিক স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় ১ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

বিভাগের একটি পদ শূন্য রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় বিভাগে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ-এর সহযোগিতায় রাহুল সাংকৃত্যায়ণের জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রশান্ত রায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-অনুমোদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্স-এ ভারতীয় রাষ্ট্র বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফি আগষ্ট বিপ্লবের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে ও বিভাগে আয়োজিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিষয়ক পূর্বোক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। 'ম্যান অ্যাণ্ড সোসাইটি' আয়োজিত 'পপুলেশন অ্যাণ্ড এনভায়রনমেণ্ট'-বিষয়ক সেমিনারেও তিনি বক্তৃতা করেছেন। অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-অনুমোদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ-আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্স-এ 'রাবীন্দ্রিক শিক্ষাচিন্তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'-বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। অধ্যাপক রঞ্জনকুমার রায় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'ভারতীয় সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সামাজিক ন্যায় বনাম রাজনীতি', 'ভারতপথিক জয়প্রকাশ নারায়ণ' ও 'স্বাধীনতার সাড়ে চার দশক'—এই চারটি বিষয়ে ভাষণ প্রচার করেন।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ১৯৯৩-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল পূর্বেকার বছরগুলোর মতই সন্তোষজনক হয়েছে। বি. এস. সি পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় এই বিভাগের ৯ জন (সর্বমোট ২০ জনের মধ্যে) এবং পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ৮ জন (সর্বমোট ১৩ জনের মধ্যে) প্রথম শ্রেণীর অনার্স অর্জন করেছে। এম. এস. সি পার্ট টু পরীক্ষায় ৩ জন ছাত্রছাত্রী (সর্বমোট ৬ জনের মধ্যে) এবং পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১ জন (সর্বমোট ১০ জনের মধ্যে) প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগের সেমিনার-গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের কাজ অধ্যাপক দেবাশিস সেনের সুষ্ঠু পরিচালনায় নিয়মিতভাবে চলছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন বিভাগীয় এই সেমিনার-গ্রন্থাগার অনেকাংশে পূরণ করতে পারছে। বিভাগীয় দেওয়াল-পত্রিকা প্রাচীরিকা'র নিয়মিত প্রকাশনা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় পূর্বেকার বছরগুলির মতোই অব্যাহত রয়েছে।

এই বিভাগের পুর্বেকার দুটি শূন্যপদে এখনো কোন শিক্ষক নিযুক্ত হননি। জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে অধ্যাপক গদাধর সাহুর অবসর গ্রহণের পর আরো একটি পদ এ বিভাগে শূন্য হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে, পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শূন্য পদগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ অবিলম্বে প্রয়োজন।

সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের অভাবে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্ভব হয় না, যদিও তা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্যসূচীরই অন্তর্ভুক্ত। স্নাতক পর্যায়েও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক শারীরবিদ্যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বমূলক বিষয়গুলির অনেক কিছুরই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা ক্ষেত্র-সমীক্ষার (Field study) মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ রয়েছে। এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষ যেমন রয়েছে, তেমনি ক্ষেত্র-সমীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের কর্মক্ষেত্রের প্রকৃত পরিবেশ এবং কার্যগত খুঁটিনাটি উপলব্ধি করবার সুযোগ এনে দেয়। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও নিজেদের উদ্যোগে এবং বিভাগীয় শিক্ষকদের সহায়তায় শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছে।

বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ডঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে গবেষণার জন্য অনুদান পেয়েছেন। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে তিনজন ছাত্র গবেষণা করছে। শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য্য এই বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। নানারকম আর্থিক সমস্যা ও অনুদানের অভাবে বিভাগীয় গবেষণার কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

১৯৮৯ ইংরেজী সনে এই বিভাগের সূত্রপাত। প্রথম থেকেই এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাচ্ছে। ১৯৯৩-এর বিএ পার্ট টু পরীক্ষায় সমাজতত্ত্ব বিভাগের পাঁচজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। ১৯৯৩-এর বিএ পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় পাঁচজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। রিভিউ-এর ফল বেরোবার পর ১৯৯২ সালের বিএ পার্ট টু পরীক্ষায় আরও দুজন অর্থাৎ মোট চারজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেল।

যেসব অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা নিয়ে বিভাগ শুরু হয়, তাঁরা এখনও পড়াচ্ছেন। শ্রীপ্রশান্ত রায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করছেন এবং পড়াচ্ছেন এই কলেজেরই অর্থনীতি, ইতিহাস এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কোনও কোনও অধ্যাপক বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সামনে সেমিনার বক্তৃতা দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ্‌ ম্যানেজমেণ্টের সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপকরা বিভাগের পঠন-পাঠনে আলোচনা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সহযোগিতা করছেন। এর জন্য তাঁর কাছে বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ কৃতজ্ঞ রয়েছেন। বিভাগের আরও উন্নতির জন্য নতুন শিক্ষকপদ সৃষ্টির প্রয়োজন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত রায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-অনুমোদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ-কলেজ আয়োজিত সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক রিফ্রেশার কোর্স-দুটিতে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইন্‌স্টিটিউট আয়োজিত 'জেণ্ডার অ্যাণ্ড এনভায়রনমেণ্ট'-বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে তিনি যোগ দেন। SCERT-আয়োজিত পপ্যুলেশন এডুকেশন নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক শ্রীশমিত কর বর্তমানে 'পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার লক্ষে' একটি গবেষণা-প্রকল্প পরিচালনা করছেন। এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা দান করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর। এর আগে, তিনি বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ডঃ অজিতকুমার সাহার সহযোগী মুখ্য গবেষক হিসেবে 'গঙ্গা দূষণরোধের অভিপ্রায়ে' যে গবেষণা-প্রকল্প পরিচালনা করেন, তার প্রতিবেদন এই বছর জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। তিনি 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় (১০-৬-৯২) 'জনবিস্ফোরণ : উন্নয়নের পথে মস্ত বাধা'-শীর্ষক যে নিবন্ধ রচনা করেন তার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত জনস্ফীতিরোধ বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রচনার সম্মান অর্জন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনসুর হবিবুল্লাহ্‌-এর সঙ্গে তিনি যে দুখণ্ডে 'ল্যাণ্ড লজ অফ্‌ বেঙ্গল (১৭৯৩-১৯৯১)' রচনা করেছেন তা এখন প্রকাশের অপেক্ষায়। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষক পদে কাজ করা ছাড়াও, তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন ; আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপিকা শম্পা দত্তগুপ্ত বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশিক সময়ের শিক্ষকরূপে যুক্ত রয়েছেন।

হিন্দী বিভাগ

এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টু সাম্মানিক পরীক্ষায় পাঁচজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে, পার্ট ওয়ানে দুজন পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে।

এই বিভাগ ১টি রাজ্যস্তরে এবং ১টি স্থানীয় সেমিনার-এর আয়োজন করেছে। 'হিন্দী সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী স্বর'-বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিবন্ধ পাঠ করেন। মিতা মণীষ, নীহারিকা সিং (প্রেসিডেন্সি কলেজ), শান্তা চট্টোপাধ্যায়, সোনা কোহলী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), সুমন সিং (জালান কলেজ) হিন্দী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা রূপে, কেন্দ্রীয় হিন্দী

নির্দেশালয়ের সহ-অধিকর্তা ডঃ বীরেন্দ্র সাক্সেনা, 'জনসংসার'-এর সম্পাদক শ্রীগীতেশ শর্মা, সাময়িক 'পরিদৃশ্য' -এর সম্পাদক শ্রীবিমল বর্মা এবং সরবং (জনসত্তা পত্রিকা)-এর সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ চতুর্বেদ তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। আলোচনায় মধুলতা গুপ্তা, ইন্দিরা সিং, গোরখনাথ ঠাকুরও (অধ্যাপক শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ) অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারটিতে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

'সাহিত্য কা সমাজশাস্ত্র' বিষয়ে দ্বিতীয় সেমিনারে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ম্যানেজার পাণ্ডে প্রধান বক্তা ছিলেন।

বিভাগের প্রাচীর-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী 'হিন্দী কী সংরচনা' বিষয়ে বাণিজ্য ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ে (কলকাতা) দুটি ভাষণ দেন।

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এন. সি. আর. টি. ই-র সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিষয় ছিল 'দ্বিতীয় ভাষা হিন্দী ও শিক্ষণ-বিধি।

'সময় সে জুঝতী কবিতা' বিষয়ে ডঃ লাহিড়ী পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদমী দ্বারা আয়োজিত সেমিনারে তাঁর গবেষণাপত্র পাঠ করেন। 'মুক্তিবোধ কী কবিতা' বিষয়ে তিনি 'প্রক্রিয়া' সংস্থা দ্বারা আয়োজিত আলোচনাচক্রে ভাষণ দেন।

আকাশবাণীর বিশেষ অনুরোধে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হলুদ জামা' গল্পের নাট্যরূপের হিন্দী রূপান্তর করেন। 'কথা সাহিত্য কে আমর স্তম্ভ : রেণু' এবং পর্য্যাবরণ বিষয়ক নিবন্ধ তিনি আকাশবাণীর অনুরোধে প্রস্তুত করেন।

এ বছর অধ্যাপক রামরাজ সিং অবসর গ্রহণ করেছেন। বিভাগে অধ্যাপক কম। তাই কোনও রকমে কষ্টে-সৃষ্টে বিভাগ চালাতে হচ্ছে। সরকারের কাছে বিভাগের উন্নতির জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের কাছেও নতুন বিষয় খোলার অনুরোধ করা হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৯৪-এ হয়ত নতুন কিছু করা যাবে।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের ধর্মানুযায়ী প্রতিবছরই গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকারী অনুদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মঞ্জুরী বৃদ্ধির ফলেই গ্রন্থাগারের বিস্তারলাভ ঘটে চলেছে। ১৯৯৩ সালের ৩১শে মার্চ বইয়ের সংখ্যা ছিল ১,৬৭,৩৩৮, এবং বাঁধানো সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১৫,১২৯, বাঁধানো সম্ভব হয়নি যা তার সংখ্যাও অনেক। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে কেনা হয়েছে এমন বই ও পত্রিকার সংখ্যা ২৮৮০ ও ৯৫। এ ছাড়া নানা সংগঠন থেকে উপহার পাওয়া গেছে ২০ খানি বই। সংগৃহীত বই ও পত্রিকার অনেকগুলিই অবিলম্বে বাঁধানো প্রয়োজন।

১৯৯২-৯৩-এ ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং অন্যান্য কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল ১,৪০,০০০ খানা

বই। এর মধ্যে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল ২২,৬৮৬ খানি বই। বিভিন্ন বিভাগীয় সেমিনারে দেওয়া হয়েছে ১,০২৭ খানা বই।

গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন : ১) রসায়ন বিভাগের পুরোনো হলঘরটিতে ষ্ট্যাকরুম হিসেবে বহুদিন ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে পর্যাপ্ত আলো ও পাখার বন্দোবস্ত না করার ফলে কাজ করা বেশ অসুবিধাজনক। এ সম্বন্ধে বহুদিন ধরে লেখালেখি করার ফলে আলোর কিছু ব্যবস্থা করা গেলেও পাখার কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। ২) গ্রন্থাগারে বহুকাল-সঞ্চিত অমূল্য পুঁথিপত্র রক্ষা করতে গেলে অবিলম্বে ঝাড়-পোছ ইত্যাদি করার জন্য দুজন ফরাস নিয়োগ করা একান্ত জরুরী। এ সম্পর্কে বহুদিন ধরে আবেদন করেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। ৩) গ্রন্থাগারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বিশেষ দক্ষতা এবং কাজের পরিধি ও দায়িত্ব বিচার করে উচ্চতর বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছিল, এখনও তার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ৪) ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং গবেষকদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে গ্রন্থাগারকে আরো বেশী সময় খুলে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সম্পর্কেও কোন ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

যে সমস্ত নতুন বই কেনা হয়, তার তালিকা প্রণয়ন যাতে সম্পূর্ণ করা যায় সে ব্যাপারে গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের উৎসাহ লক্ষনীয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চলছে। অদূর ভবিষ্যতে তা সফল হওয়ার আশা আছে।

গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রচুর বই কেনা হয়েছে। ষ্টীল র‍্যাকের অভাবে সেগুলিকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। অবিলম্বে ষ্ট্যাক রুমের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। গত বছর কলা বিভাগ এবং বিজ্ঞান বিভাগের গ্রন্থাগারদ্বয়ে যে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল তাতে করে উভয় বিভাগেই কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কলা বিভাগের সংগৃহীত পত্র-পত্রিকার রচনার সূচীপত্র ছাত্র, শিক্ষকদের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ায়, তাঁরা উপকৃত হচ্ছেন।

ইকনমিক্স রিসার্চ সেণ্টারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সুরভি বাগচী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. লিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এছাড়া হিন্দী বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা করে পি.এইচ ডি উপাধি লাভ করেছেন।

এ বছর অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীধ্রুবপ্রসাদ পাল হুগলী মহসীন কলেজে বদলী হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় বারাসত কলেজ থেকে এসেছেন শ্রীঅশোক হাজরা। হুগলী মহসীন কলেজ থেকে শ্রীমতী রিণা মজুমদার বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে যোগ দিয়েছেন। অবসর গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য।

এ বছর সাড়ম্বরে কলেজের ১৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক, শ্রুতিনাটক, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ রজতকান্তি রায় এবং তাঁর ছাত্রছাত্রী কলা গ্রন্থাগারে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তা বিদগ্ধ সমাজে সবিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে। প্রদর্শনীর বিষয়সমূহ সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রদর্শনীটিকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করতে কলা বিভাগের সকল কর্মীই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এ বছর গ্রন্থাগারের অন্যতম গ্রন্থাগারিক, অনলস কর্মী, সুলেখক ডঃ প্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। তাঁর অভাব আমরা সতত অনুভব করি। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ক্রীড়া বিভাগ

আমাদের কলেজের ভিতরকার মাঠে ১১-১-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় ভলিবল খেলা দিয়ে এ বছরের খেলাধুলা শুরু হয়। তারপর ১৮-১-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের বহুপ্রতীক্ষিত বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়। পরম উপভোগ্য এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেন যুগ্মভাবে শ্রীমান বুদ্ধদেব জানা ও শ্রীমান রাজর্ষি ভট্টাচার্য এবং মহিলা বিভাগে ঐ সম্মান লাভ করেন কুমারী নীতি সিংহানিয়া ও কুমারী মমতা রায়। ১৯-১-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বর্তমান বনাম প্রাক্তন ছাত্রদের ক্রিকেট খেলা উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শনে বিশেষ আকর্ষক হয়। ছাত্রেরা নিজেরাই খেলাটির দক্ষ পরিচালনা করেছিলেন।

সি.এ.বি-পরিচালিত জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে। প্রথম খেলায় জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ও দ্বিতীয় খেলায় বিশ্বভারতীকে পরাজিত করলেও তৃতীয় খেলায় সিটি কলেজের কাছে আমাদের কলেজ পরাজিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ-পরিচালিত আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়ও আমাদের কলেজ অংশগ্রহণ করে, কিন্তু প্রথম খেলাতেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে পরাজিত হয়। আমাদের কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ-পরিচালিত আন্তঃমহাবিদ্যালয় ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করে। ১৭-৮-৯৩ তারিখের খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজের বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পেলেও ২০-৮-৯৩-এর খেলায় স্কটিশচার্চ কলেজের কাছে ২—১ গোলে হেরে যায়।

ক্রীড়া বিভাগে এখন চারজন শিক্ষক রয়েছেন। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ। এই বিভাগের শিক্ষকদের পাঁচটি পদের একটি তুলে নিয়ে মালদহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ পদে এই বিভাগের শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ মিশ্রকে বদলি করা হয়েছে। শ্রীজয়দেব সেন বদলি হয়ে গেছেন দুর্গাপুর সরকারী কলেজে, আর তাঁর শূন্য পদে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে যোগদান করেছেন শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য।

ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

ইডেন হিন্দু হোষ্টেল তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বর্তমান অধীক্ষক ডঃ বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং দুই সহকারী অধীক্ষক ডঃ সুপ্রতীক কর ও শ্রীনিখিলরঞ্জন প্রামানিক তাঁদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। ষ্টুয়ার্ড শ্রীহরিপদ দে গত ৩০শে নভেম্বর অবসর নিয়েছেন। আবাসিকগণ তাঁকে সশ্রদ্ধ বিদায়-সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

ছাত্রাবাস এখন পরিপূর্ণ। এই প্রথম নবীন-বরণ উৎসব পালিত হল। পুনর্মিলন উৎসবও যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ছাত্রাবাসের নতুন বাড়ির নির্মাণকর্মের অগ্রগতি তেমন নয়। ছাত্রাবাসের গ্রন্থাগারের বই-এর জন্য অনুদান খুব সামান্যই পাওয়া গেছে। টিউবলাইট ও পাখার বন্দোবস্ত এখনও সম্ভব হয়নি। ছাত্র-আবাসিকগণের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল ভালেই এবং সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা যথারীতি ফুটবল ও ভলিবলের ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। NET, GATE এর মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষা এবং W.B.C.S. ইত্যাদি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে কিছু ছাত্র-আবাসিক কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

কলেজ অফিস

প্রধান সহকারী শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য অন্যত্র বদলি হওয়ায় প্রধান সহকারী হিসেবে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যোগদান করেন। গত ৩০শে নভেম্বর শ্রীভট্টাচার্য অবসর নেওয়ায় ঐ পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। শ্রীঅজিতকুমার দাস হিসাবরক্ষক থেকে মুখ্য হিসাবরক্ষকে উন্নীত হয়ে ঐ পদে যোগদান করেছেন। শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের শূন্য পদে উচ্চপদের করণিক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শ্রীমোঃ তসলীম। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত অবসর গ্রহণ করায় ঐ পদে অধ্যক্ষ মহাশয়ের আভ্যন্তরীণ নির্দেশ-অনুযায়ী অর্থবিভাগ থেকে শ্রীকিশান দেবশর্মা যোগদান করেছেন।

পরিশিষ্ট—১

অছি তহবিলের তালিকা (১৯৯৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

ক্রমিক সংখ্যা	অছি-তহবিলের নাম	অর্থের পরিমাণ
১	টি. এস স্টার্লিং পুওর ষ্টুডেণ্টস্ ফাণ্ড	৩,৩০,৬০০·০০
২	নীরোদবরণ বক্সী মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৬,৫০০·০০
৩	প্রফুল্লচন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪,০০০·০০
৪	স্বপন দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,০০০·০০
৫	বিজয় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড	১০,০০০·০০
৬	প্রোফেসর পি. সি. মহলানবিশ প্রাইজ ফাণ্ড	৩,০০০·০০
৭	ধ্রুব দাস এ্যাথলেটিক ফাণ্ড	৫০০·০০
৮	ইউ. এন. ঘোষাল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৫০০·০০
৯	গঙ্গাদাস সর্দা স্কলারশিপ এ্যাণ্ড প্রাইজ ফাণ্ড	২০,০০০·০০
১০	টি. এস. স্টার্লিং পুওর ষ্টুডেণ্টস্ ফাণ্ড	৬৩,৭০০·০০
১১	ডোনেশান ফ্রম স্যাডলার হল, ইউ. কে.	১১,০০০·০০
১২	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক মেমোরিয়াল মেডাল ফাণ্ড	১,৩০০·০০
১৩	বি. সি. দাস স্কলারশিপ ফাণ্ড	১৮,৫০০·০০
১৪	চন্দ্রনাথ মৈত্র মেডাল ফাণ্ড	৫০০·০০
১৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যাসেম্বলি হল ফাণ্ড	৩,০০০·০০
১৬	আনক্লেম্‌ড ডিপজিট মানি এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড	১,১০০·০০
১৭	বাণী বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৯০০·০০
১৮	স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড	১,৭০০·০০
১৯	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪,৬০০·০০
২০	কুঞ্জবিহারী বসাক ট্রাষ্ট ফাণ্ড	২০০·০০
২১	নাগ মেমোরিয়াল ফাণ্ড	৬০০·০০
২২	মহারাজা গোয়ালিয়র মেডাল এণ্ড প্রাইজ ফাণ্ড	৯০০·০০
২৩	সিণ্ডিয়া ডোনেশান টু প্রেসিডেন্সি কলেজ	৩,৫০০·০০
২৪	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ ফাণ্ড	১০,৩০০·০০
২৫	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড	৬১,০০০·০০
২৬	অরুণ সরকার মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১০,৩০০·০০
২৭	আস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া ফাণ্ড	১,০০০·০০
২৮	চন্দ্রনারায়ণ গোল্ড মেডাল ফাণ্ড	১,৫০০·০০
২৯	বি. সি. লাহা ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ ফাণ্ড	৮,০০০·০০
৩০	গিরিশচন্দ্র দেব প্রাইজ ফাণ্ড	৮০০·০০
৩১	এইচ. সি. কালীরত্ন মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪০০·০০
৩২	রায়বাহাদুর বি. সি. ঘোষ এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড	২,০০০·০০
৩৩	চারুচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৫০০·০০
৩৪	কানিংহাম মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	২,৭০০·০০
৩৫	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৪,৭০০·০০
৩৬	প্রিন্সিপ্যাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ	৪,২৫,০০০·০০
৩৭	এস. এন বোস মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১,৫০০·০০
৩৮	সুদীপ সোম মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	১০,০০০·০০
৩৯	এস. সি. মহলানবিশ মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	৫,০০০·০০
৪০	দেবাশিষ চন্দ্র মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড	৫,০০০·০০
৪১	রাজেন্দ্র কিশোর মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড	২,০০০·০০
	মোট—	১১,৩৫,৬৫০·০০

পরিশিষ্ট—২

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

On the Result of B.A./B.Sc. Part-I Examination, 1993

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medal	Particulars
1.	Sri Bibhas Sen (B.Sc. Roll 229)	Scindia Silver Medal valued Rs. 175 and Gwalior Prize Books valued Rs. 45	First from the college in B.Sc. Hons. Part I Exam. 1993
2.	Sm. Debasruti Roy Chaudhuri (B.A. Roll 28)	Scindia Silver Medal valued Rs. 175 and Gwalior Prize Books valued Rs. 45	First from the college in B.A. Hons Part I Exam. 1993
3.	Sm. Chaitali Brahma (B.A. Roll 71)	Arun Sarkar Memorial Medal valued Rs. 30	Highest Marks in Bengali Hons. Part I Exam. 1993
4.	No. Student	Harish Chandra Kabiratna Prize Books valued Rs. 40	Highest Marks in Sanskrit Hons. Part I Exam. 1993
5.	Sri Bibhas Sen (B.Sc. Roll 229)	Chandranath Mitra Medal valued Rs. 50	Highest Marks in Geology Hons. Part I Exam. 1993
6.	Sm. Priyanka Sharma (B.A. Roll 105)	Raibahadur Debendra Ch. Ghosh Prize Books valued Rs. 200	Highest Marks in History Hons. Part I Exam. 1993
7.	Sm. Sucharita Bagchi (B.A. Roll 42)	C. C. Ghosh Memorial Prize Books valued Rs. 150	Highest Marks in English Hons. Part I Exam. 1993
8.	Sri Premagshu Chakrabarti (B.Sc. Roll 172)	College Prize Books valued Rs. 26	Highest Marks in Geography Hons. Part I Exam. 1993
9. a)	Sri Bhramar Mukherjee (B.Sc. Roll 40)	P. C. Mahalanbis Prize Books valued Rs. 150	Highest Marks in Statistics Hons. Part I Exam. 1993
b)	Sri Arijit Chakraborti (B.Sc. Roll 196)	(To be distributed equally)	-do-
10.	Sm. Debabrita Deb (B.Sc. Roll 209)	Kunja Behari Basak Medal valued Rs. 20	Highest Marks in Practical Chemistry in Part I Exam. 1993
11.	Sm. Rupa Mukherjee (B.Sc. Roll 67)	Sudip Shome Memorial Book Prize valued Rs. 650 donated by Dr. S. C. Shome	Highest Marks in Chemistry Hons Part I Exam. 1993
12.	Sm. Priyanka Sharma B.A. Roll 105	Arijit Sen Memerial Scholarship valued Rs. 1000. donated by Dr. (Smt.) Arati Roy.	Highest Marks in History Hons. in B.A. Part I Exam., 1993.
13.	Sri Mintu Haldar (B.Sc. Roll 4)	Cunninghum Memorial Prize Books valued Rs. 120. and Acharyya Prafulla Ch. Centenary Prize Books valued Rs. 470.	Highest Marks in Ch. Hons. in B.Sc. Exam. 1993.

On the Results of B.A./B.Sc. (Part I and II) Combined Exam. 1993

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medals	Particulars
14.	Sri Asit De (M.Sc. Roll 120)	College Prize Books valued Rs. 26.	Highest Marks in Ch. Hons. among the students admitted in 1st Year M.Sc. Class 1993-94.
15.	Sm. Tanima Ghosh (B.Sc. Roll 111)	J. C. Nag Memorial Medal valued Rs. 60	Highest Marks in Botany Hons. in B.Sc. Exam.
16.	Sm. Debasree Mukherjee (B.Sc. Roll 193)	J. C. Sinha Economics Prize Books valued Rs. 15	Highest Marks in Economics Hons. in B.Sc. Exam.
17.	Sm. Punita Lakhotia (B.A. Roll 77)	Kartick Ch. Mallick Memorial Medal valued Rs. 130	Highest Marks in Philosophy Hons. in B.A. Exam.
18.	Sri Benjamin Moses Zechariach (B.A. Roll 43)	Kuruvilla Zacharia Memorial Prize Books valued Rs. 460	Highest Marks in History Hons. in B.A. Exam.
19.	Sm. Sayoni Basu (B.A. Roll 44)	Prof. Amal Bhattacharyya Prize Books valued Rs. 50	Highest Marks in English Hons. in B.A. Exam.
20.	a) Sm. Tanima Ray Chaudhuri (B.A. Roll 54)	Bani Bose Memorial Prize Books valued Rs. 190	Highest Marks in Bengali Hons. in B.A. Exam. among the two girl students of this college securing the topmost position.
	b) Sm. Piyali Datta (B.A. Roll 16)	(to be distributed equally)	—do—
21.	Sm. Aditi Mitra (B.Sc. Roll 38)	Swapan Saha Memorial Prize Books valued Rs. 45	Highest Marks in Physics Hons. in B.Sc. Exam.
22.	Sri Sourav Majumder (B.A. Roll 111)	Bibhuti Bhusan Bandyopadhyay Memorial Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra.	Highest Marks in Bengali Hons. in B.A. Exam.
23.	Sm. Punita Lakhetia (B.A. Roll 77)	Nirod Baran Bakshi Memorial Prize Books valued Rs. 165	First from the college in B.A. Hons. Final Exam.
24.	Sri Subrata Sharma Chaudhuri (B.Sc. Roll 71)	Nirod Baran Bakshi Memorial Prize Books valued Rs. 165	First from the college in B.Sc. Hons. Ftnal Exam.
25.	Sri Sourav Majumder (B.A. Roll 111)	Adhyapak Tarak Nath Sen Memorial Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra	Highest Marks in Bengali Hons. in B.A. Exam.
26.	Sm. Radhika Agarwal (B.Sc. Roll 69)	P.C. Mahalanabis Prize Books valued Rs. 150	Highest Marks in Statistics Hons. in B.Sc. Exam.
27.	Sm. Debasree Mukherjee (B.Sc. Roll 193)	U. N. Ghoshal Prize Books valued Rs. 300	Highest Marks in Economics Hons. B.Sc. Exam.
28.	Sri Subrata Sharma Chaudhuri (B.Sc. Roll 71)	Jnanendra Bhusan Mukherjee Prize Books valued Rs. 100 donated by Shri Anil Kumar Mukherjee	Highest Marks in Mathematics Hons. in B.Sc. Exam.

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medal	Particulars
29.	Sri Suma Deb Sharma (B.Sc. Roll 55)	Charusila Devi Cash Prize valued Rs. 75 donated by Sri Santosh Kr. Chatterjee	Second in Math. not securing any other prize or medal from the college.
30.	Sm. Romi Biswas (B.Sc. Roll 157)	Prof. S.C.Mahalanabis Memorial Book Prize valued Rs. 500	First in B.Sc. Hons. Exam. in Physiology.
31.	Sm. Romi Biswas (B.Sc. Roll 157)	Prof. S.C.Mahalanabis Memorial Book Prize valued Rs. 500 donated by Prof. Sachidananda Banerjee	Higeest Marks in Physiology Hons. from this college provided the candieate gets a 1st Class in the B.Sc Exam.
32.	Sm. Anindita Chakraborty (B.A. Roll 23)	Department of Sociology Foundation commemoration Prize Books valued Rs. 650 donated by Prof. Prasanta Ray	Highest Marks in Sociology Hons. Exam.
33.	Sri Suchhanda Ghosh (B A. Roll 120)	Rajendrakishor Memorial Book Prize valued Rs. 240 donated Late Dr. N. C. Basu Ray Chaudhury	Highest combined mark in the University of Pol. Sc. Hons. Pt. I & II Exam.
	On the Result of the M.A./M.Sc Examination 1992		
34.	Sri Amit Kr. Mandal (M.Sc Roll 9)	Cunninghum Memorial Prize Books valued Rs. 150	Highest Marks in Chemistry
35.	Sm. Semanti Ghosh (M.A. Roll 26)	Chandranarayan Silver Medal valued Rs. 150	Highest Marks in History
36.	Sri Achyut Mandal (M.A. Roll 67)	Jibananda Das Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra	Highest Marks in Bengali
37.	Sm. Paramita Chakrabarti (M.A. Roll 76)	Prof. P. C. Ghosh Memorial Prize Books valued Rs. 345	Highest Marks in English
	On the Result of M.Sc Part I Examination 1992		
38.	Sri Sudipta Sen Gupta (M.Sc. Roll 114)	Gangadas Sarda Schorship valued Rs 1500 donated by G. S. Sarda	First in M.Sc. Part-I Geology Exam.
39.	Sri Prabhatesh Bhattacharyya (M.Sc. Roll 113)	Gangadas Sarda Prize Books valued Rs. 500 donated by Sri G. S. Sarda.	Second in M.Sc. Part-I Geology Exam.
40.	Sm. Priti Rakshit (M.Sc. Roll 12)	Sudip Shome Memorial Book Prize valued Rs. 650 donated by Dr. S. C. Shome.	Highest Marks in M.Sc. Part I Exam. in Chemistry

On the Result of College Examination 1993

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medal	Particulars
41.	Sri Bivash Ranjan Das Gupta (B.Sc. Roll 32)	Nistarini Dasi Prize Books valued Rs. 25	Best Laboratory Note book in Physics Hons.
42.	Sm. Sinjini Mitra (B.Sc. Rcll 4)	Surendra Nath Bose Memorial Prize Books valued Rs. 90 donated by Sri Sasadhar Bose	Highest Marks in Statistics Hons.
43.	Sri Snehasis Chakrabarty (B.Sc. Roll 58)	Surendra Nath Bose Memorial Prize Books valued Rs. 60 donated by Sri Utpal Bose	Second Highest Marks in Statistics Hons.
44.		Debasish Chandra Memorial Prize Books valued Rs. 500 donated by D. Chanda.	First in B.Sc. Part I Test in Economics Exam.

Other Prizes and Scholarships Etc.

45.	Sri Ankur Chatterjee (B.Sc. Roll 51)	Vijay Memorial Scholarship Rs. 40 per month	Highest Marks in Chemistry in 1st year Annual Exam. 1993.
46.	Sri Rajdeep Das (3rd Year, B.Sc. Roll 22)	Acharyya Prafulla Chandra Ray Scholarship Rs. 40 per month.	Two students of Chemistry on merit cum means basis.
47.	Sri Pradip Bhattacharyya (2nd Year, B.Sc. Roll 207)	—do—	—do—
48.	Sri Ajit Ghosh (1st Year, 1993-94) (Math. M.Sc. Roll 171)	Prof. Bhupendra Chandra Das Memorial Scholarship Rs 75 per month	Two best students of Post Graduate class in pure Mathematics.
49.	Sri Kinjal Sen Gupta (1st Year, 1993-94) (Math. M.Sc. Roll 170)	—do—	—do—
50.	Sri Bibhas Sen (B.Sc. Roll 229)	Presidency College Alumny Association Cash Prize	Two 3rd Year students on merit cum means basis.
51.	Sm. Debasruti Roy Chawdhuri (B.A. Rol| 28)	—do—	—do—

পরিশিষ্ট—৩

এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত পার্ট টু পরীক্ষার ফলাফল

বি এ

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য
ইংরেজী	১৪	১	১৩	১৪	—
বাংলা	১৯	৩	১৬	১৯	—
ইতিহাস	২৪	২	২১	২৩	১
দর্শন	১৬	৯	৬	১৫	১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৭	—	১৭	১৭	—
হিন্দী	১৬	৫	১১	১৬	—
সংস্কৃত	৩	২	১	৩	—
সমাজতত্ত্ব	২১	৫	১৬	২১	—
মোট	১৩০	২৭	১০১	১২৮	২

১৩০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ১২৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার ৯৮·৪৬%।

বি এস সি

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য
পদার্থবিদ্যা	৩৮	২০	১৭	৩৭	১
রসায়ন	৩৩	১০	২১	৩১	২
গণিত	১৩	৫	৪	৯	৪
শারীরবিদ্যা	২১	১০	১১	২১	—
ভূতত্ত্ব	১৯	৭	১০	১৭	২
উদ্ভিদবিদ্যা	১৯	৬	১৩	১৯	—
প্রাণিবিদ্যা	১৫	৫	১০	১৫	—
রাশিবিজ্ঞান	১২	৪	৮	১২	—
ভূগোল	১৮	৯	৮	১৭	১
অর্থনীতি	৩১	২১	৯	৩০	১
মোট	২১৯	৯৭	১১১	২০৮	১১

২১৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ২০৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার ৯৪·৯৭%।

পরিশিষ্ট—৪

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা

ইংরেজী বিভাগ

অধ্যাপিকা জয়তী গুপ্ত

English Travel Writers in the 19th Century—Responses to India—ইউ. জি. সি মাইনর রিসার্চ প্রোজেক্ট।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী

এক মাছি-গোষ্ঠীর ওপর উচ্চতর গবেষণা — সরকারের ডি. এস. টি সংস্থার প্রদত্ত অনুদানে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ integrated programme on Deep Continental Structure : Integrated Geotravere in India Craton — Eastern Himalaya কার্যকর করতে চারটি প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছেন :

১। Kalimpong-Gangtok — Lachen transect across the Sikkim dome with special reference to emplacement of Lingtse grain — প্রধান অনুসন্ধানী ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং সহ-অনুসন্ধানী ডঃ শুভশঙ্কর সরকার।

২। Structural and Petrochemical evolution of the Precambrian crust and related mineralisation in parts of Bihar Mica Belt and adjoining Chotanagpur Gneisic Complex — প্রধান অনুসন্ধানী ডঃ শুভশঙ্কর সরকার।

৩। Tectonostratigraphic and Geochemical evolution of the Precambrian rocks around the Bonai Granite massif, Orissa — প্রধান অনুসন্ধানী অধ্যাপক প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহ-অনুসন্ধানী অধ্যাপক আনন্দকুমার চক্রবর্তী।

৪। PTt path in Eastern Singhbhum Fold Belt — প্রধান অনুসন্ধানী অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন DSA Phase II Programme-এর অধীনে Precambrian Geology-র ওপর কতকগুলি গবেষণা-পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কতকগুলি গবেষণা-প্রকল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে। এই প্রকল্পগুলিতে এই বিভাগের সকল শিক্ষকই অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রকল্প ১ : Proterozoics in the Eastern Himalaya.

প্রকল্প ২ : Granulite-Migmatite—Green Schist. Relations of the Baster Part of the Chotonagpur Complex Bankura & Purulia, W.B.

প্রকল্প ৩ : Precambrian sedimentation & Basin Development in—

(a) The Kolhan Basin

(b) Older Metamorphic Group

(c) The sedimentary basin west of the Bihar-Orissa craton (NW of the Bonai Granite Complex).

প্রকল্প ৪ : Magmatism in the deformed Proterozoic Basins of—

(a) Madhyapradesh-Maharashtra

(b) Cuddapah, Andhra

প্রকল্প ৫ : Development of Data bases and computer modelling in Numerical Petrology & Structural Geography.

এ ছাড়া এই বিভাগের অধ্যাপক দেবকুমার দাশগুপ্ত এবং ডঃ সাগরলাল রায় স্যু ইয়র্কের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ. আর. বস্থর সহযোগে দুটি গবেষণা-প্রকল্প রূপায়ণে নিরত :

১) Age relation, geochemistry and isotope studies of alkali emplacements within Deccan Trap Volcanic provinces.

২) Amphibolite-Tonalite relation in Eastern Indian craton.

রসায়ন বিভাগ

ডঃ পরিমলকৃষ্ণ সেনের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Synthesis and Dehydrogenation studies of Polycyclic compounds containing seven carbon ring system : Eeducation Department, Govt. of West Bengal.

গবেষণা-প্রকল্প দুটির সঙ্গে যুক্ত গবেষকের নাম শ্রীউত্তমকুমার সাহা।

ডঃ সুধীরচন্দ্র সোমের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Determination and Separation of Platinum metals with organic reagents : Education Department, Govt. of West Bengal.

গবেষণা-প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত গবেষক : শ্রীমতী অনন্যা চক্রবর্তী (ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে)

ডঃ সঞ্জীব ঘোষের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Optical spectroscopic studies of organic compounds, organised molecular assemblies and biopolymers — CSIR Project.

Studies of organised molecular assemblies and biopolymers by triplet state spectroscopy — DST Project (Govt. of West Bengal)

এই দুই গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষকদের নাম :

শ্রীজয়ন্ত রায় (DST Project)
শ্রীমতী শম্পা মণ্ডল (CSIR Project)

যুক্ত গবেষণা-প্রকল্প (ডঃ হিমাংশু রঞ্জন দাস, ডঃ সঞ্জীব ঘোষ ও ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী) :

Study of Pollutants in the environment by spectroscopic and chelating ion exchange methods with special reference to metal ions and SO_2, NO_x, CO, Hydrocarbons over Calcutta — DST Project (Govt. of West Bengal).

এই গবেষণা-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত গবেষক :

শ্রীসুরজিৎ ভট্টাচার্য (ডঃ সঞ্জীব ঘোষের তত্ত্বাবধানে)
শ্রীমতী সুরঞ্জিতা ঘোষ (ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে)
শ্রীমতী বিউটি চৌধুরী (ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে)

ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকারের অধীনে গবেষণা-প্রকল্প :

Preparation of dienylmethylamines and their diastereofacial selectivity in Diels-Alder reactions — DST Project (Govt. of India).

শারীরবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

১) An evidence of inhibition of both K^+-activated Ca^{2+}-channels in chloramphenicol-induced smooth muscle relaxation.

২) *In setu* mucosal transference of glycine under the influence of antibiotic ; role of intestinal enzymes.

৩) Role of organic nitrates on *in setu* transference of electrolytes ; a correlative study with pathophysiology of cardiovascular diseases.

অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত)

১) Food intake Pattern of rotating shift workers of a Steel Factory (Continued).

অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১) Characterization of a soluble factor(s) from submaxillary gland of rat and its specific role in female reproduction and fertility control.

অধ্যাপক দেবাশিস সেন

১) Prevalent traffic noise in various cross-sectional areas of Calcutta—its and its physical characterization and audiometric studies.

২) Physiological alteration of blood parameters in animals ; biochemical and haematological changes caused by traffic noise of Calcutta.

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক শমিত কর-পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প

১) পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায়।

২) ভূতাত্ত্বিক ডঃ অজিতকুমার সাহার সহযোগী মুখ্য গবেষক হিসেবে পরিচালিত 'গঙ্গা দূষণরোধ' নিয়ে গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন ১৯৯৩-এর জুলাইতে প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট—৫

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত সেমিনারের বিবরণ

ইংরেজী বিভাগ

১) সমুয়েল বেকেট
শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী।

২) Who is afraid of translating Tagore ?
উইলিয়ম ব্যাদিচে, অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ, লণ্ডন।

৩) রেনেসাঁস
ডঃ সুকান্ত চৌধুরী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

ইতিহাস বিভাগ

১) প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৩
The Political Economy of Gifts in Colonial India
অধ্যাপক John McLane, নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো।

গণিত বিভাগ

১) Structure of R and Continuous Functions
ডঃ সুদীপকুমার আচার্য, অধ্যাপক, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দর্শন বিভাগ

১) তর্কবিজ্ঞান : প্রাচীন ও সাংকেতিক
শ্রীশিবজীবন ভট্টাচর্যে, অবসরপ্রাপ্ত ইউ. জি. সি অধ্যাপক, কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১) String Theory
ডঃ গৌতম মণ্ডল, টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ।

২) Magnetic Monopoles
শৌর্য দাস, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ম্যাথেমেটিকাল সায়েন্সেস।

৩) Rotating Frames of Reference (INSAT এবং METHODOLOGY OF SCIENCE-এর ওপর ভিডিও ফিল্ম প্রদর্শন-সহ)
ডঃ চিন্ময় ঘোষ, রিজিওনাল ডিরেক্টার, IGNOU।

বাংলা বিভাগ

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে : (ইংরেজী বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত)

ক) শিক্ষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতিচারণ
কালিদাস বসু, অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ
স্বরাজব্রত সেনশর্মা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

খ) সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণকুমার ঘোষ, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

গ) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ণময় ব্যক্তিত্ব
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজী বিভাগ

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১) গ্লোবাল ওয়ার্মিং
তারকমোহন দাস, পরিবেশ-বিজ্ঞানী।

২) এস রায় স্মারক বক্তৃতা
অধ্যাপক এ. বি. বিশ্বাস।

৩) শতবার্ষিক বক্তৃতা
অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার, ডিরেক্টার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ন্যাশানাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস।

রসায়ন বিভাগ

Multi-dimensional NMR : A New Dimension in Structure determination
ডঃ সিদ্ধার্থ রায়, বায়োফিজিক্স বিভাগ, বোস ইন্‌ষ্টিটিউট, কলকাতা।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

১) Small-domain Statistics
অরিজিৎ চৌধুরী, প্রফেসর, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট।

২) আচার্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, আচার্য মেঘনাদ সাহা, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে — পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও রবীন্দ্র পরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত :

আচার্য মেঘনাদ সাহা
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ডঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী

আচার্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রবীন্দ্র পরিষদ ও রবীন্দ্র চর্চা

অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

আচার্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও রাশিবিজ্ঞান

অধ্যাপক অরিজিৎ চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

রাহুল সাংকৃত্যায়ণের জীবন ও কর্ম—কাউন্সিল ফর্ পলিটিক্যাল স্টাডিজ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত :

অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফি প্রভৃতি

শারীরবিদ্যা বিভাগ

Basic techniques of Electrophysiological studies with special reference to visceral sensation.

ডঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডিপার্টমেন্ট অফ্ ফার্মাকোলজি, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

হিন্দী বিভাগ

১) হিন্দী সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী স্বর :

উদ্বোধক : ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রধান বক্তা : ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, রবীন্দ্র অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অংশগ্রহণকারী : ছাত্রছাত্রী—মিতা মনীষ (প্রেসিডেন্সি)
নীহারিকা সিং (প্রেসিডেন্সি)
সুমন সিং (শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ)
শান্তা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
সোনা কোহলী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অন্যান্যরা—ডঃ বীরেন্দ্র সাক্সেনা (উপ-অধিকর্তা, কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয়)
শ্রীগীতেশ শর্মা (সম্পাদক, জনসংসার)
শ্রীবিমল বর্মা (সম্পাদক, সাময়িক পরিদৃশ্য)
শ্রীঅরবিন্দ চতুর্বেদ (সম্পাদক, সবরং-জনসভা পত্রিকা)
মধুলতা গুপ্তা (অধ্যাপিকা, জালান গার্লস কলেজ)
ইন্দিরা সিংহ (অধ্যাপিকা. জালান গার্লস কলেজ)
শ্রীগোরখনাথ ঠাকুর (অধ্যাপক, জালান গার্লস কলেজ)
শ্রীবিমলেশ্বর (অধ্যাপক, উমেশচন্দ্র কলেজ)

২) সাহিত্য কা সমাজশাস্ত্র

প্রধান বক্তা : ম্যানেজার পাণ্ডে, প্রফেসর, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়

পরিশিষ্ট—৬

বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক

ইংরেজী বিভাগ

১) শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী
২) উইলিয়ম র‍্যাদিচে, স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লণ্ডন
৩) অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী, প্রফেসর, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

John McLane, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো

গণিত বিভাগ

ডঃ সুদীপকুমার আচার্য, অধ্যাপক, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

১) অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত ইউ. জি. সি অধ্যাপক, কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২) অধ্যাপিকা আরতি ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১) ডঃ গৌতম মণ্ডল, টাটা ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ
২) শৌর্য দাস, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ম্যাথামেটিকাল সায়েন্সেস্
৩) ডঃ চিন্ময় ঘোষ, রিজিওনাল ডিরেক্টার, I G N O U

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১) অধ্যাপক তারকমোহন দাস, পরিবেশ-বিজ্ঞানী
২) অধ্যাপক এ. বি. বিশ্বাস
৩) অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার, ডিরেক্টার, এস. এন. বোস ন্যাশানাল সেণ্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস্
৪) অধ্যাপক ইওসিডা, ওসাকা সিটি ইউনিভার্সিটি, জাপান
৫) অধ্যাপক সিরিহাতা, ওসাকা সিটি ইউনিভার্সিটি, জাপান
৬) দীপায়ণ জানা, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি

রসায়ন বিভাগ

ডঃ সিদ্ধার্থ রায়, বায়োফিজিক্স বিভাগ, বোস ইন্‌ষ্টিটিউট, কলকাতা

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীঅরিজিৎ চৌধুরী, প্রফেসর, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্‌ষ্টিট্যুট

শারীরবিদ্যা বিভাগ

১) ডঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ফার্মাকোলজি, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২) অধ্যাপক সি. ভি. রামকৃষ্ণণ, সান্মানিক পরিচালক, রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ কার্ডোও-ভাসকুলার ডিসিজেজ, তামিলনাড়ু।

হিন্দী বিভাগ

১) ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, রবীন্দ্র অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২) ম্যানেজার পাণ্ডে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়

৩) ডঃ ভোলানাথ মিশ্র, বিভাগীয় প্রধান, হিন্দী বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) মধুলতা গুপ্তা, অধ্যাপিকা, জালান গার্লস কলেজ।

৫) ইন্দিরা সিংহ, অধ্যাপিকা, জালান গার্লস কলেজ।

৬) গোরখনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক, জালান গার্লস কলেজ।

৭) বিমলেশ্বর, অধ্যাপক, উমেশচন্দ্র কলেজ।

পরিশিষ্ট—৭

অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা

অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১) Young Bengal and Iswarchandra Vidyasagar, Their Search for Modernity—The Golden Book of Vidyasagar, বিদ্যাসাগর মৃত্যু শতবর্ষ কমিটি, কলকাতা।
(প্রকাশিতব্য)

২) The Sociology of Benoy Kumar Sarkar, Socialist Perspective, Vol. 20, No. 3

৩) A State of Nature—The Statesman Literary Supplement, January 16, 1993

৪) A Traditional Modernist —do— May 1, 1993

৫) The Impossible Dream —do— November 20, 1993

৬) অযোধ্যর বিরোধ কি মিটবে ? — সাপ্তাহিক বর্তমান, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৯৩।

৭) মমতা কি কংগ্রেস ছাড়ছেন ? — সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৭ই জুলাই, ১৯৯৩।

৮) ইমামের রাজনীতি — সাপ্তাহিক বর্তমান, ২রা অক্টোবর, ১৯৯৩।

ইংরেজী বিভাগ

অধ্যাপিকা তপতী গুপ্ত

১) The Muse of San Isidro — গ্রন্থ সমালোচনা, The Statesman Literary Supplement.

২) A Quiet Rebel — গ্রন্থ সমালেচনা, The Statesman Literary Supplement.

ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক রজতকান্ত রায়

প্রবন্ধ :

১) Race, Religion and Realm : The Reigning Indian Crusade of 1857—Mushirul Hasan-সম্পাদিত India's Colonial Encounter গ্রন্থে প্রকাশিত।

গ্রন্থ :

পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ — প্রকাশিতব্য।

অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

Left Incline and Right About Turn — গ্রন্থ সমালোচনা, জুন, The Statesman Literary Supplement

Police and Democracy — গ্রন্থ সমালোচনা, ডিসেম্বর, The Statesman Literary Supplement

দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক নবকুমার নন্দী

গ্রন্থ :

১) গ্যাট — সাম্রাজ্যবাদের নূতন কৌশল।
সহযোগী : মুরারী ঘোষ — SAS Publications, Calcutta, January 1993।

২) প্রসঙ্গ : সোভিয়েত সমাজতন্ত্র।
সহযোগী : মুরারী ঘোষ — SAS Publications, Calcutta, November 1993।

প্রবন্ধ :

১) দাঙ্গা প্রসঙ্গে — ইণ্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স-এর মুখপত্র সমাজ সমীক্ষা।

২) দ্বন্দ্বভিত্তিক যুক্তিবিজ্ঞান (প্রকাশিতব্য)।

অধ্যাপিকা প্রিয়ংবদা সরকার

প্রবন্ধ :

১) হ্বিটগেনস্টাইন ও অহম্‌বাদ — Jadavpur Journal of Philosophy, 1993।

২) The Despot and the Private Linguist : An Interpretation — Indian Academy of Philosophy, 1993

৩) The Possibility of Artificial Intelligence and the Philosophy of Psychology of Later Wittgentesi : Presented in a National Workshop at I. I. T. Delhi, Hauz Khas, Deihi-110016 on November 8, 1993.

অধ্যাপক দিলীপকুমার রায়

গ্রন্থ :

১) The Philosophy of Sri Aurobindo, Research Academy, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry (যন্ত্রস্থ)

২) The Comparative Study of Religions (যন্ত্রস্থ)

প্রবন্ধ :

১) 'The Concept of the Indwelling Self in the Philosophy of Sri Aurobindo' —Gavesana, 1993, Sri Aurobindo International Centre of Education, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

২) "Integral Non.dualism of Sri Aurobindo" — Autumn Annul, Vol. XXI, 1992-93. Presidency College Alumni Association.

অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী

প্রবন্ধ :

১) "Concept of Cause in Physics and Philosophy"—Presented at FAMTSIT Seminar at Jadabpur University in Memory of Late Prof. Gopinath Bhattacharya and Late Prof. Panchanan Sastri (প্রকাশিতব্য)।

২) "গ্রীক গণিতচর্চা" in the Annual Edition of KYKLOSS, 1993 (যন্ত্রস্থ)।

৩) "Concept of Peace and Harmony in Vivekananda"—Presented at the International Religious Congress on the occasion of Centenary Celebration of Chicago Address of Swami Vivekananda, Sept. 1993 (প্রকাশিতব্য)।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরী, এ. বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এম. বন্দ্যোপাধ্যায়

General Relativity Astrophysics and Cosmology, 1993 (Springer-Verlag).

অধ্যাপক এম. এন সিংহরায় এবং অন্যেরা

Relativistic Quantum Mechanics Bosons, Physics letters A, 1993-তে প্রকাশিতব্য।

অধ্যাপক ডি. শ্যাম এবং অন্যান্যেরা

১) Equivalence between a Feed-back Oscillator and a Plane Diffreation Grating—Bull of Indian Association of Physics Teachers, 1993.

২) New Geometrical Interpretation of Koba-Nielsen-Olesen Scaling. Submitted to Phys. Rev. D

৩) Particles Identification with SSNTD—Submitted to Nuclear Instruments and Methods B.

অধ্যাপক প্রদীপকুমার দত্ত

১) বিজ্ঞান অচেতনতা—জ্ঞান বিচিত্রা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

২) শতবর্ষের আলোকে বসু, সাহা ও মহলানবিশ—পথিকৃৎ, অক্টোবর, ১৯৯৩।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক সুজিতকুমার দাশগুপ্ত এবং শাশ্বতী সিংহ

Monohella unica..... — a new biting midge from West Bengal, India. J. Bengal Natural Hist. Soc. II (2) ; 26-28.

অধ্যাপক ভানুচন্দ্র নন্দী

১) Note on rearing of *Parasarcophaga* (Liopygia) *ruficornis* (Fabricius), a sorcophlagid fly from dead *clotes versicolor* (Daudin). Proc. Zool. Soc., Calcutta 45 : 137-140.

২) Sarcophagid Fauna (Diptera : Sarcophagidae) of Karnataka, India, *Hexapoda* 4 (1) : 65-82.

৩) Sarcophagid Fauna (Diptera : Sarcophagidae) from Mizoram, India J. Bengal *Nat. Hist. Soc.* 11(2) : 33-52.

অধ্যাপক সীমানন্দ অধিকারী

১) ঠাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করা — কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, জানুয়ারি ১৯৯৩।

২) আশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনী — কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, শারদীয় সংখ্যা ১৯৯৩।

বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

১) কালের ইঙ্গিত : তারাশঙ্করের উপন্যাস কালিন্দী। তারাশঙ্কর ও কালিন্দী—
সম্পাদনা পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (রমা প্রকাশনী)।

২) কোন অলৌকিক উন্মোচন (আলোক সরকারের কবিতা)। মাঝি — নবপর্যায় কবিতা মাসিক।
—গ্রীষ্ম, মে-জুলাই ১৯৯৩।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থ :

সাহিত্য-প্রকরণ। সাহিত্য-পর্ষৎ (যন্ত্রস্থ)।

প্রবন্ধ :

১) প্রেম : অন্ধকারের উৎস হতে। মানিক-জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। (রমা প্রকাশনী)।

২) জগদীশ গুপ্তের কবিতা। জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য — সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত
(পুস্তক বিপণি)।

৩) রোম্যান্টিক নজরুল : প্রেমের কবিতা। কবি নজরুল ও সঞ্চিতা—দেবকুমার ঘোষ সম্পাদিত
(শিলালিপি)।

গ্রন্থ-সমালোচনা :

ভাষান্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক কবিতা। দেশ, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৯৩।

ভিন্নদৃষ্টিতে আধুনিক কবি ও কবিতা। দেশ, এপ্রিল ১০, ১৯৯৩।

রবীন্দ্রনাথ ও টমসন। দেশ, জুন ১৯৯৩।

অনুদ্ধারণীয় রোম্যান্টিক। দেশ, সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৯৩।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Intrafolial folds and state of strain during progressive deformation—a discussion with examples from rocks of Lesser Himalayan—Proc. National Seminar on Progressive and superpower deformation 1993. Indian Academy of Science. [প্রকাশের জন্য গৃহীত]

ডঃ অজিতকুমার সাহা

A ground water data base system for Bankura District W. B —Indian Minerals 40(2), pp. 99-112, 1992.
[সি. চক্রবর্তী, ডি. সাহা এবং এস. পি. দাশগুপ্ত সহযোগে]

ডঃ সাগরলাল রায়

১) Primary structures and Palaeocurrent analyses in parts of Western Vindhyan Basin—a preliminary study. 9th Convention of Indian Geological Congress and National Seminar held at Thangavur, Tamil Nadu, Oct. 1993. [অন্যান্যদের সহযোগে]

২) Classification of pegmatites—a modern approach. Bhu-Vidya, vol. 49 p. 26-27. [এস. শ্রীমানী সহযোগে]

৩) REE distrubition in early Archaean amphibolites of Singhbhum Orissa craton, eastern India. Indian Minerals vol. 46(2) p. 185-187.
[শুভশঙ্কর সরকার, অজিতকুমার সাহা, এস. এন. সরকার সহযোগে]

৪) Sm-Nd isotopic study of Archaean tonalite—amphibolite association frym the western Indian Craton. India-IOS Transactions, American Geophysical Union, Full meeting v. 73. No. 43 Oct. 27 Supplement Abs. v. 22 C-1, p. 621.
[এস. শর্মা ও এ. আর. বসু সহযোগে]

ডঃ শুভশঙ্কর সরকার

১) Ground water management in parts of Saltora Block, Bankura Dist. W. B. Jour. Geol. Society of India. (যন্ত্রস্থ)
[পি. কে. শিকদার এবং এন. দাশগুপ্ত সহযোগে]

২) Thermodynamic calibration based on a simple internally consistent data set. Indian Journal of Geology.
[এস. ভট্টাচার্য ও এ আচার্য সহযোগে]

৩) Geochemistry of the Dongargarh Supergroup Precambrian rocks in Bhandara-Durg-region, Central India. Ind. Jour. Earth Sc.
[এস. এন. সরকার ও সাগরলাল রায় সহযোগে]

৪) A qualitative evaluation of the magmatic Processes in Dongargarh Supergroup and its implication in the tectonic evolution of the region (extended abstract) in the Group Discussion : Jaipur Raipur Transect (Deep Continental Studies Programme), 1993, p. 47.
[এস. এন. সরকার এবং সাগরলাল রায় সহযোগে]

৫) Strain analysis using deformation vesicles from Messozoic Pir Panja volcanics Kashmir Himalaya, India. Jour. Himalayan Geology, 1992 vol. 3(2), p. 13-19

[প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, জি. কে. বসুর সহযোগে]

দেবকুমার দাশগুপ্ত

Early & late alkali igneous pulses and a high 3 He plume origin for the Deccan flood basalt. Science v. 261 (Aug. 1993) 902-906.

[এ. আর. বসু এবং অন্যান্যদের সহযোগে]

ডঃ মিহিরকুমার বসু

১) Basalt Geochemistry across the Archaean-Proterozoic boundary—an evolution of the Dalma basalts of the eastan Indian Shield. Journal Geological Society of India. [যন্ত্রস্থ]

২) Evolution of the Singbhum - Proterozoic basin—a plate tectonic approach. Indian Minerals (No. 3 & 4)

রসায়ন বিভাগ

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

১) পরিবেশ দূষণ : সচেতনতা ও উদ্যোক্তার ভূমিকা। In Enterpreneurship Awareness Camp at Sundarban Hazi Desarat College. Sponsored by D. S. T., Govt. of India.

২) Environment and Pollution. Patriot, June 8th, 1993.

৩) Begging and Rehabilitation of Begging. Social Welfare, Ministry of Social Welfare & Rehabilitation, Govt. of India. [প্রকাশের জন্য গৃহীত]

৪) ব্রাত্যজনের নবজীবন। ওভারল্যাণ্ড [প্রকাশের জন্য গৃহীত]

৫) Beutification of Calcutta and Rehabilitation of pavement dwellers. West Bengal, Govt. of W. B. Publication (Communicated).

৬) গ্রামোন্নয়নের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন) (Communicated)

ডঃ সঞ্জীব ঘোষ

১) The lowest ($n\pi^*$) Transion of Indanetrione (anhydrous ninhydrin) in various ethers as solvents. (alongwith J. Roy, S. Bhattacharya, S. Samanta) Proc. of Indian Academy of Sciences (Chemical Science) যন্ত্রস্থ

২) Recognition of a Novel Specific interaction between Indanetrione (anhydrous ninhydrin) and cyclic saturated ether. (alongwith J. Roy, S. Bhattacharya)—Accepted in the XVI International conference on Photochemistry held at Vancouver, Canada, Aug. 1993.

৩) Recognition of a Novel Specific interaction between Indanetrione (anhydrous ninhydrin) and cyclic saturated ether. (alongwith J. Roy and S. Bhattacharya).
—Communicated to Journal of Photochemistry & Photobiology,

৪) Triplet state spectroscopy applied to Polypeptides & Proteins. Accepted for invited talk in the Trombay Symposium on radiation and photochemistry, Deptt. of Atomic Energy, to be held at BARC, Bombay (Jan, 1994)

অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মাজি

১) Studies on organometallic compounds : An approach towards characterisation of structure and activity of triorganostannyl 2-(arylazo) benzenecarboxylates in relation to the bacterial cell wall—(alongwith S. Pain, G. Biswas. K. L. Ghatak, S. N. Ganguly & Asok Banerjee). Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci), Vol. 105, No. 3, June 1993. pp 183-187.

২) Synthesis and X-ray crystallographic study of a novel organic compound : Tropinyl 2- isopropylbenzo [b] thiophene-3-carboxylate. (alongwith Asok Banerjee, B, C. Das, S. Pain, G. Biswas, K. L. Ghatak, S. N. Ganguly & W. L. Duax)—Communicated.

ডঃ অচিন্ত্যকুমার সরকার

Synthesis of γ allylic alcohols from propargylic alcohols using silicon. Indian J. Chem., Sect B. 1993, 32, 670.

দীপককুমার মণ্ডল

১) Differences in the binding affinities of dimeric concanavalin A (including acetyl-and succinyl derivatives) and tetrameric concanavalin A with large oligomannose type glycopeptides. (alongwith C. F. Brewer) Biochemistry, *32*, 5116-5120, 1993.

২) Lectin-glycoconjugate cross-linking interactions — (alongwith C. F. Brewer). Lectins in cell Biology, Ed. Gabins, H. I. and Gabins, S. Springers - Verlag Press, New York (যন্ত্রস্থ)

৩) Thermodynamics of Lectin-carbohydrate interactions : Titration microcalorimetry measurements of the binding of N-linked carbohydrates and a glycoprotein to concanavalin A and its dimeric derivatives (alongwith Sturtevant, J. M. & C. F. Brewer.) (communicated)

৪) Studies of the binding specificity of concanavalin A. Nature of the extended binding site for asparagine-linked carbohydrate (communicated)—(alongwith L. Bhattacharyya, S. H. Koenig, R. D. Brown III, S. Oscarson and C. F. Brewer).

৫) Purification and characterisation of threee isoforms of soybean agglutinin : Evidence for C-terminal truncation by electrospray ionisation mass spectrometry (communicated)—(alongwith G. A. Orr, E. Nieves, J, Roboz, L. Bhattacharyya, Q., Yu, and C. F Brewer).

ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী

প্রবন্ধ :

১) অণু-পরমাণুর মালাগাঁথা। শারদীয় কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, ১৯৯৩।

২) বর্ষা ও একবিন্দু জল। কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, জুলাই ১৯৯৩।

৩) ভূ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

৪) কল্পবিজ্ঞানের আশ্চর্য জগৎ। দেশ, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

৫) মহাবিশ্ব ও জীবজগৎ। আনন্দবাজার, ১৮ জুলাই, ১৯৯৩।

৬) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা। আনন্দবাজার, ১২ জুলাই, ১৯৯৩।

গ্রন্থ :

ছোটদের বিজ্ঞান কোষ (চতুর্থ খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ১৯৯৩।

ডঃ মনোতোষ দাসগুপ্ত

শতবর্ষ আগে পরে। সঙ্ঘসাথী : শারদসংখ্যা ১৪০০।

ডঃ হিমাংশুরঞ্জন দাস

Difurfural thiocarbohydrazone as a sensitive reagent for the detemination of Rhodium (III) and Iridium (III). (alongwith Arundhuti Chaudhury, and S. C. Shome). Indian Chemical Society (communicated).

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুণ

১) Stategy for controlling India's population, *Development, Management and Administration* (ed. K. C. Roy *et al.*) Wiley Eastern, 1993.

২) P. C. Mahalanabis : Scientist, activisit and men of letters, *Arthashastra* (forthcoming).

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

১) Control of process average by two-sided guaging, *Sankhya B*, Vol. 55, Part I, 1993.

২) Quality in service of non-government organisations, *Proceedings of the National Conference on Quality in the Global Economic Context*, Calcutta, Dec. 4-5, 1993.

৩) শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ। গোধূলি মন, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

৪) অন্য প্রশান্তচন্দ্র। তিরিষা, বইমেলা সংখ্যা, ১৪০০।

শ্রীঅসিতবরণ আইচ

১) A note on confidence bounds for $P(X>Y)$ in bivariaite normal samples (to appear in *Sankhya B*).

২) A note on estimation of $P(X>Y)$ for some distributions useful in life-testing (to appear in *IAPQR Transactions*).

৩) A note on testing a hypothesis regarding $P(X>Y)$ in bivariate normal samples (to appear in *IAPQR Transactions*).

৪) Estimation of system reliability $P(X_1<Y_1<Z_1, X_2<Y_2<Z_2)$ for a series stress-strength model, *Proceedings of the AMSE International Conference on Signals, Data and Systems*, Calcutta 1992.

শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া

১) The faunal association on some freshwater weeds (to appear in *Bangladesh Journal of Zoology*).

২) Analysis of a group of Latin square designs (to appear in *Gujarat Statistical Review*).

শ্রীদেবেশ রায়

১) Model-assisted survey sampling strategy in two-phase sampling (to appear in *Metrika*).

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীশমিত কর

গ্রন্থ :

Land Laws of Bengal (1793-1991) Vol. I and Vol. II.

—সহ-গ্রন্থকার (শীঘ্রই প্রকাশিতব্য)

প্রবন্ধ :

১) The Story of Stalemate. The Telegraph, 5 January, 1993.

২) পঞ্চায়েতকে নতুন দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আজকাল পত্রিকা, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৯৩।

৩) Poor Men's God. The Telegraph, 6 February, 1993.

৪) Losing the Village Voice. The Telegraph, 20 March, 1993.

৫) And Unclean flows the Ganga. The Telegraph, 16 April, 1993.

৬) The Dreamer of Dialectical Reality. The Telegraph, 5 May, 1993.

৭) Panchayat Election in West Bengal. The Patriat, 5 May, 1993.

৮) ত্রিপুরায় অপরাধপ্রবণ রাজনীতির অনন্য নজির। আজকাল, ৮ মে, ১৯৯৩।

৯) জনসংখ্যার ভয়াল স্ফীতি। দেশ, ২২ মে, ১৯৯৩।

১০) Karl Marx, 175 years After. The Patriat, 8 June, 1993.

১১) উন্নয়নের কালো দিক মেধা দেখালেন। আজকাল, ৬ জুলাই, ১৯৯৩।

১২) The Genesis of Jharkhand Movement. The Hindustan Times, 7 July 1993

১৩) পরিবারে ভাঙন। আজকাল (রবিবাসরীয়), ১৮ জুলাই ১৯৯৩।

১৪) ওয়ার্ক কালচার। ওভারল্যাণ্ড, ৫ আগষ্ট, ১৯৯৩।

১৫) ঝাড়খণ্ডিরা আর কতোদিন মার খাবেন। আজকাল, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

১৬) Jharkhand Issue : The Centre Should Grant Autonomy. The Stateman 18 September 1993.

১৭) The River that Cleenses no More. The Hindustan Times (Sunady Magagine), 19 September 1993.

১৮) পণপ্রথা। ওভারল্যাণ্ড, ১২ অক্টোবর ১৯৯৩।

১৯) বিপন্ন পরিবেশ, বিপন্ন পৃথিবী। ওভারল্যাণ্ড শারদীয় সংখ্যা, অক্টোবরে প্রকাশিত।

২০) ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। সমাজসমীক্ষা, ডিসেম্বর সংখ্যা।

২১) ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। আজকাল, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীঅশোককুমার মুস্তাফি

১) U. N. and the Gender question. পেট্রিয়ট, জুলাই ১৯৯৩।

২) গ্রন্থ সমালোচনা। সোসালিষ্ট পার্সপেকটিভ, জুলাই ১৯৯৩।

৩) গ্রন্থ সমালোচনা। ক্যালকাটা জার্নাল অফ্ পলিটিক্যাল সায়েন্স, আগষ্ট ১৯৯৩।

শ্রীকৃত্যপ্রিয় ঘোষ

১) 'কালিন্দী' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। তারাশঙ্কর ও কালিন্দী, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২) চট্টগ্রামের সূর্য সেন—নেতৃত্বের স্বরূপ সন্ধান। যুবমানস, আগষ্ট ১৯৯৩।

৩) গ্রন্থ সমালোচনা। যুবমানস, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

শ্রীরঞ্জনকুমার রায়

১) ভারতবর্ষে মুসলিম মৌলবাদের উৎস সন্ধানে। প্রেসিডেন্সি কলেজ অটাম অ্যানুয়াল Vol XXII.

২) বিশ্বপরিবেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশ। বিশ শতক, মার্চ-মে ১৯৯৩।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

১) Mechanism of inhibition of smooth muscle of guineapig taenia coli by chloramphenicol. Journal of Physiol & Pharmacol, Vol. 4, 1993. (Polish Academy of Science).

২) The effect of chloramphenicol on mucosal transference of glucose in mice : the role of intestinal alkaline phospharase. Jour. of Physiol & Pharmacol (Communicated).

পরিশিষ্ট—৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীর নামের তালিকা

(১০-১-৯৪ তারিখে যেমন ছিল)

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বারসার

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীআশিসকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শ্রী শ্রীমন্তকুমার ভৌমিক
শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষ

ইংরেজী বিভাগ

শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালিদাস বসু
শ্রীমতী কাজল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী তপতী গুপ্ত
শ্রীঅতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীমানসকুমার রায়
শ্রীমতী ভাস্বতী চক্রবর্তী
শ্রীপ্রদোষ ভট্টাচার্য

ইতিহাস বিভাগ

শ্রীরজতকান্ত রায়
শ্রীঅজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী শ্রীকুমার আচার্য
শ্রীপ্রদীপকুমার লাহিড়ী
শ্রীঅমিতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীমতী শিরীন মাসুদ

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

শ্রীরবীন প্রসাদ
শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপরিমলচন্দ্র রায়
শ্রীঅশোককুমার বাগ
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীঅশোক রায়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভৌমিক
শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীমানসরঞ্জন মজুমদার
শ্রীনরেন্দ্রনাথ শী
শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল

গণিত বিভাগ

শ্রীহরিহর ঘোষ
শ্রীমণীন্দ্র মিত্র
শ্রীসাধনকুমার মাপা
শ্রীঅরুণকুমার সান্যাল
শ্রীদীনেশচন্দ্র সাহা
শ্রীসুকুমার রায়
শ্রীউৎপলকুমার সমাদ্দার
শ্রীমতী গৌরী দে মুন্সী (ছুটিতে)

দর্শন বিভাগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীদেবব্রত সেন
শ্রীনবকুমার নন্দী
শ্রীমানিকলাল বল

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী
INSA ফেলো প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত)
শ্রীশ্যামলকুমার সেনগুপ্ত
(এমেরিটাস অধ্যাপক)
শ্রীসুব্রত দত্ত
শ্রীঅশোককুমার ঘোষ
শ্রীসনৎকুমার ঘোষ
শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীদিলীপকুমার পাল
শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীমুরারীমোহন কুণ্ডু
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রীশ্যামলকুমার শেঠ
শ্রীসজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষ কর
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল
শ্রীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
শ্রীমহেন্দ্র সিংহ রায়
শ্রীদেবপ্রিয় শ্যাম
শ্রীদেবব্রত ঘোষ
শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকালীপদ নাহাল
শ্রীতপনকুমার দাস
শ্রীসৌমিত্র সেনগুপ্ত

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রীসুজিতকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী
শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীদীপকরঞ্জন মণ্ডল
শ্রীভানুচন্দ্র নন্দী
শ্রীত্রিলোচন মিদ্দা
শ্রীনির্মলকুমার সরকার
শ্রীশিবেন্দু দত্ত
শ্রীপ্রদীপ দে
শ্রীত্রিজিৎ নন্দী

বাংলা বিভাগ

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ
শ্রীকরুণাময় মজুমদার
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার বসু
শ্রীবুদ্ধজীবন চক্রবর্তী
শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূগোল বিভাগ

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী
শ্রীজয়দেবকুমার কোলে
শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীপ্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅজিতকুমার সাহা
[এমেরিটাস প্রোফেসর]
শ্রীগৌরীশঙ্কর ঘটক
শ্রীদেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীদীপঙ্কর লাহিড়ী
শ্রীমলয় চক্রবর্তী
শ্রীঅনীশকুমার রায়
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীআনন্দকুমার চক্রবর্তী
শ্রীসাগরলাল রায়
শ্রীশুভশঙ্কর সরকার
শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅরুনাভ বসু
শ্রীতারকেশ্বর মিত্র

রসায়ন বিভাগ

শ্রীহিমাংশুরঞ্জন দাস
শ্রীপরিমলকৃষ্ণ সেন
শ্রীসঞ্জীব ঘোষ
শ্রীমনোতোষ দাসগুপ্ত
শ্রীগৌতম সিদ্ধান্ত
শ্রীপার্থসারথি চক্রবর্তী
শ্রীনিতাইচাঁদ ঘোষ
শ্রীঅভয়চরণ ভট্টাচার্য
শ্রীরামপ্রসাদ পাল
শ্রীবিভূতিভূষণ মাজি
শ্রীপ্রবালকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঅলককুমার পতি
শ্রীহরিগোপাল মিত্র মুস্তাফি
শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীপীযূষকান্তি তরফদার
শ্রীদীপককুমার মণ্ডল
শ্রীঅনুপকুমার গুঁই
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সরকার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীনিখিলরঞ্জন প্রামানিক
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ দাসশর্মা
শ্রীদুলালকান্তি দাস
শ্রীদেবকুমার দাস

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুণ
শ্রীবিশ্বনাথ দাস
শ্রীঅসিতবরণ আইচ
শ্রীশৈবাল চ্যাটার্জী (বর্তমানে ছুটিতে)
শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া
শ্রীদেবেশ রায়
শ্রীদীপঙ্কর বসু
শ্রীঅসীমশঙ্কর নাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীপ্রশান্ত রায়
শ্রীঅশোককুমার মুস্তাফী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীকৃত্যপ্রিয় ঘোষ
শ্রীরঞ্জন রায়

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রীচন্দন মিত্র
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
শ্রীঅশোক দেবনাথ
শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী
শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মৈত্র)
শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅঞ্জন বিশ্বাস
শ্রীগৌতমলাল চক্রবর্তী
শ্রীদেবাশিস্ সেন

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীপ্রশান্ত রায়
শ্রীশমিত কর
শ্রীমতী শম্পা দত্তগুপ্ত
শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস

হিন্দী বিভাগ

শ্রীসুব্রত লাহিড়ী
শ্রীবিবেকানন্দ দেব
শ্রীশিবনাথ পাণ্ডে
শ্রীলালবাহাদুর সিং (আংশিক সময়ের জন্য)

গ্রন্থাগার

শ্রীফণিভূষণ পাল
শ্রীবিমলেন্দু গুহ
শ্রীশশাঙ্ককুমার বাগচী
শ্রীমতী গীতা পুরকায়স্থ
শ্রীমতী মঞ্জরী বসু
শ্রীমতী সুরভি বাগচী
শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত
শ্রীঅশোক হাজরা

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রীদেবপ্রসাদ আচার্য
শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ
শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় — সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট
শ্রীত্রিলোচন মিস্ত্রী — সহকারী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট
শ্রীসুপ্রতীক কর — ,,

অ্যাকাউণ্টস অফিসার

শ্রীসুবিমল কুণ্ডু

কলেজ অফিসের কর্মী

শ্রীবীরেন্দ্র ভূষণ কুণ্ডু
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে
শ্রীমতী মিনতি দে
শ্রীসুবল গুহ
শ্রীঅজিতকুমার দাস
শ্রীনিশিকান্ত সরকার
শ্রীবিকাশচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীস্বপন নন্দী
শ্রীউত্তম সামন্ত
শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়
শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী সরস্বতী সিংহ
মহঃ তসলিম
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল
শ্রীসুশান্তকুমার রায়

শ্রীনির্বাণচন্দ্র পাইন
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
শ্রীকিশোরকুমার দাস
শ্রীমৃণালকান্তি সেনগুপ্ত
শ্রীস্বপনকুমার দাস
শ্রীতাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীতারকনাথ প্রসাদ
শ্রীঅলোক দে
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নস্কর
শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসঞ্জীব ধর
শ্রীনীরেশ গোস্বামী
শ্রীসুব্রতকুমার দাস

কেয়ারটেকার

শ্রীশ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়

মেকানিক

শ্রীদিলীপকুমার অধিকারী

ড্রাফট্‌সম্যান

শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

হারবেরিয়াম কীপার

শ্রীতপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রীহরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইন্সট্রুমেণ্ট কীপার

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক
শ্রীকাজী মইনুল হক
শ্রীকাননবিহারী দাস

ইলেক্‌ট্রিসিয়ান

শ্রীঅমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট কাম রেকর্ডকীপার

শ্রীতরুণকান্তি রায়

চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মী

শ্রীচিত্তরঞ্জন আইচ
শ্রীমলিনচন্দ্র দাস
শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাঁজা
শ্রীলালুরাম হেলা
শ্রীপ্রশান্তনারায়ণ কুমার
শ্রীরিণ্টু দে
শ্রীসান্তোকলাল হেলা
শ্রীসুনীলচন্দ্র দে
শ্রীরতনকুমার রায়
শ্রীগুণধর রাউল
শ্রীমতী শান্তি হেলা
শ্রীকিষান দেবশর্মা
শ্রীসতীশচন্দ্র পাত্র
শ্রীমনীন্দ্রনাথ সেন
শ্রীঅশোককুমার গিরি
শ্রীবিনয় দত্ত
শ্রীক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচুনীলাল
শ্রীসুধীরকুমার মাইতি
শ্রীমোহন রাম
শ্রীশ্যামলাল হেলা
শ্রীরামলাল হেলা
শ্রীকল্পনাথ রাম
শ্রীঅরবিন্দ মান্না
শ্রীবংশীধর নায়েক
শ্রীপ্রভাংশুশেখর মাইতি
শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীঠাকুর দাস
শ্রীদুলালচন্দ্র দাস
শ্রীবাবুলাল দাস
শ্রীআনন্দদুলাল মাইতি
শ্রীহারাধন সাহা
শ্রীদেবব্রত গুহঠাকুরতা
শ্রীমনিরুদ্দিন
শ্রীরামদেও সিং
শ্রীরাজকুমার প্রসাদ
শ্রীহরিনারায়ণ পাল
শ্রীগোপালচন্দ্র নায়েক
শ্রীমতী দুলালী হেলা
শ্রীনিখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীচন্দ্র মণি
শ্রীচিত্তরঞ্জন তালুকদার
শ্রীজাহির হোসেন
শ্রীপীতবাস আচার্য
শ্রীসুধাংশুশেখর দাস
শ্রীশ্যামসুন্দর রায়
শ্রীচতুর্ভুজ দাস
শ্রীমধুসূদন নায়েক
শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রীছেদিলাল
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র
শ্রীসম্পৎ প্রসাদ
শ্রীকামতা সিং
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রীত্রিবেণীপ্রসাদ খেরার
শ্রীহেমন্তকুমার দাস
শ্রীকানাইলাল আণ্ডন
শ্রীসুবলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুনীলচন্দ্র বড়ুয়া
শ্রীচেৎ বাহাদুর
শ্রীনবকুমার রায়
শ্রীহরিপদ রায়
শ্রীনির্মল সিং
শ্রীমুকুন্দলাল দাস
শ্রীদশরথ সিং
শ্রীখগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রীআবদুল হামিদ খান
শ্রীশঙ্কর হেলা

শ্রীরামসবিত মিশ্র
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রীঅক্ষয়কুমার থাপা
শ্রীমোহনলাল রাঙ্গোয়া
শ্রীসুবলচন্দ্র দে
শ্রীরামনাথ প্রসাদ
শ্রীঅশোককুমার নায়েক
শ্রীরামসুরৎ প্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রীঘনশ্যাম হেলা
শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল
শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল
শ্রীবোষ্টম খুঁটিয়া
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
শ্রীতপন ভঞ্জ
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রীদিলীপকুমার বীর
শ্রীহরবিলাস বাল্মীকি
শ্রীশঙ্কর হেলা (২)
শ্রীবিজয়কুমার বারিক
শ্রীঅনাথনাথ মণ্ডল
শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশিশিরকুমার সিংহ
শ্রীমতী শীলারাণী দাস
শ্রীশ্যামসুন্দর প্রসাদ

শ্রীমতী মায়া হাজরা
শ্রীঅনন্তকুমার বারিক
শ্রীকেশবচন্দ্র রায়
শ্রীনিমাইচন্দ্র মণ্ডল
শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী পুষ্পরাণী দে
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রীমদনমোহন দত্ত
শ্রীতিমিরবরণ সামন্ত
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
শ্রীঅমরনাথ নন্দী
শ্রীসন্তোষকুমার শাসমল
শ্রীশ্যামলকান্তি সিংহ
শ্রীদেল আমবিয়া
শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক
শ্রীরামনারায়ণ হেলা
শ্রীস্বপনকুমার রায়
শ্রীতপনকুমার দাস
শ্রীজয়দেব দাস
শ্রীকালীপদ জানা
শ্রীইমাম রসুল
শ্রীসনৎকুমার শীল
শ্রীগৌরাঙ্গ সরকার